হজের আগে প্রথমবার পাবলিক ক্লাব চালু করল সৌদি আরব

সারে-জমিন

শূন্যে গুলি চালিয়ে ব্যাংকে ডাকাতির চেষ্টা

রূপসী বাংলা

ফিলিস্তিনের সপক্ষে ইউরোপে ঐকমত্য বাড়ছে

সম্পাদকীয়

ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের ত্রাণ শিবিরে অভিষেক

সাধারণ

চার্লসের রেকর্ড ইনিংস, ওয়েস্ট ইন্ডিজের রেকর্ড জয়

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

মঙ্গলবার
২৮ মে, ২০২৪
১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১
১৯ যিলকদ, ১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 144 ■ Daily APONZONE ■ 28 May 2024 ■ Tuesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

ঘরবাড়ি, ফসলের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

আপনজন ডেস্ক: সপ্তম দফার নির্বাচন এখনও বাকি। তাই আদর্শ আচরণ বিধি চালু থাকায় রিমালের ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করতে পারলেন না মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে, আইন মোতাবেক রাজ্য প্রশাসন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে। সেই সঙ্গে রিমাল ঘূর্ণিঝড়ে যেসব মানুষের প্রাণ গিয়েছে তাদের ও তাদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রায় প্রতি বছর রাজ্য এই ধরনের দুর্যোগের মোকাবিলা করে থাকে বলে সোশ্যাল মিডিয়া এক্স-এ মুখ্যমন্ত্রী সোমবার লেখেন, পশ্চিমবঙ্গ নদীমাতৃক রাজ্য, বঙ্গোপসাগরের উপকূলে।

প্রতিবছরই তাই আমাদের নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হতে হয়। এবারো সাইক্লোন 'রিমালে'র প্রভাবে আমাদের রাজ্যে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হল ও হচ্ছে। কিন্তু সবার উপরে মানুষের জীবন। সৌভাগ্যক্রমে এবং অবশ্যই রাজ্য প্রশাসনের তৎপরতায় এবার জীবনহানি তুলনামূলকভাবে অনেক কম।'

মুখ্যমন্ত্রী নিহতদের বিষয়ে বলেন, নিহতদের পরিবারবর্গকে আমার আন্তরিক সমবেদনা জানাই, তাঁদের নিকটজনের হাতে অবিলম্বে আর্থিক সহায়তা পৌঁছাবে। ফসলের ও বাড়িঘরের যা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তার ক্ষতিপূরণের বন্টন আইন-মোতাবেক প্রশাসন এখনই দেখে নেবে এবং নির্বাচনের আচরণবিধি উঠে গেলে আমরা এই সব বিষয় আরো গুরুত্ব দিয়ে পুরোটা বিবেচনা করব।

এখন নির্বাচনের সময়। সেই সময় চরম ব্যস্ততা থকে। সেই ব্যস্ততার মধ্যেও যে রাজ্য সরকার প্রাকৃতিক

দুর্যোগের মোকাবিলায় নিবেদিত প্রাণ তা উল্লেখ করেন। মমতা বলেন, নির্বাচনী বন্দোবস্তের ব্যস্ততা সত্ত্বেও সর্বস্তরে আমাদের প্রশাসন দুর্যোগ মোকাবিলায় এবার প্রস্তুত ছিল। মুখ্যসচিব থেকে শুরু করে আমার রাজ্যের সম্পূর্ণ সচিবালয়, জেলা প্রশাসন থেকে ব্লক প্রশাসন – দুর্যোগের মোকাবিলায় সকলে সংহতভাবে সবসময় মানুষের পাশে রয়েছে, ভবিষ্যতেও থাকবে।

রিমাল ঘূর্ণিঝড়ের আগাম আভাস পেয়ে রাজ্য সরকার নানা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়েছে। নবান্নে খোলা হয়েছে ২৪ ঘন্টার কন্ট্রোল রুম। জেলায় জেলায় বিশেষ কন্ট্রোল রুমে খোলা হয়েছে আপৎকালীন সাহায্যের জন্য। এ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দুলক্ষ মানুষকে নিরাপদ জায়গায় ১৪০০ শিবিরে সরানোর কৃতিত্ব আমাদের পুরসভা – পঞ্চায়েতগুলিরও। এজন্য আমি রাজ্য ও স্থানীয় প্রশাসনের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আমি বিশ্বাস রাখি, সকলের সহযোগিতায় এই ঝড়ও আমরা কাটিয়ে উঠব। আমি জানি, এই দুর্যোগে আপনারা চিন্তিত। আমরাও চিন্তিত। কিন্তু ভয় পাবেন না, চিন্তা করবেন না। পরিস্থিতির মোকাবিলায় যা যা করণীয়, আমরা সবটাই করবো।

উদ্ধার শিবিরে আশ্রয় দু লক্ষেরও বেশি দুর্গতর

রিমালের আঘাতে মৃত ৪, ১৫০০০ বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: ঘূর্ণিঝড় রিমাল পশ্চিমবঙ্গের উপকূলবর্তী অঞ্চলে রবিবার রাতে তাণ্ডব চালালে কমপক্ষে চারজনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া প্রায় ১৫,০০০ বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং ২০৭,০৬০ জনকে উদ্ধার শিবিরে স্থানান্তরিত করা হয়েছে, যাদের মধ্যে ৭৭,২৮৮জন এখনও সেখানে রয়েছে।

রাজ্য জুড়ে শত শত গাছ উপড়ে পড়েছে, রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে এবং সম্পত্তির ক্ষতি হয়েছে এবং পুলিশ ও এনডিআরএফ এখনও সেগুলি সরিয়ে ফেলছে।

এদিকে, রবিবার দুপুরে বন্ধ থাকার পর কলকাতা বিমানবন্দরে বিমান চলাচল শুরু হয়েছে।

কলকাতায় দেওয়াল ধসে একজন, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় গাছ পড়ে একজন, পূর্ব বর্ধমানে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে দু'জনের মৃত্যু হয়েছে।

ক্যানিংয়ে গাছ পড়ে আহত একজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বলে জানিয়েছে সরকার।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এ বছর ঘূর্ণিঝড় 'রিমাল'-এর প্রভাবে আমাদের রাজ্যে প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। তিনি তাৎক্ষণিক আর্থিক সহায়তার ঘোষণা দিয়েছেন এবং নির্বাচনী আদর্শ আচরণবিধি শেষ হয়ে গেলে ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি বলেন, যারা মারা গেছেন তাদের পরিবারকে তাৎক্ষণিক আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে এবং নির্বাচনী আচরণবিধি শেষ হওয়ার পরে ফসল ও ঘরবাড়ির ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ বিতরণের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।

রোববার রাত সাড়ে ৮টার দিকে

রাজ্যের সাগর দ্বীপ ও বাংলাদেশের খেপুপাড়ার মাঝামাঝি এলাকায় ঘণ্টায় ১৩৫ কিলোমিটার বেগে আঘাত হানে ঘূর্ণিঝড়টি।

রাজ্য সরকারের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিককে উদ্ধৃত করে সংবাদ সংস্থা পিটিআই ঘূর্ণিঝড় রিমালের আঘাতে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চলের ২৪টি ব্লক এবং ৭৯টি মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্ডের অন্তত ১৫ হাজার বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তিনি বলেন, কর্তৃপক্ষ ১ হাজার ৪৩৮টি নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে ২ লাখ ৭ হাজার ৬০ জনকে স্থানান্তর করেছে।

টানা ২১ ঘণ্টা বন্ধ থাকার পর মঙ্গলবার কলকাতা বিমানবন্দর থেকে বিমান চলাচল শুরু হয়েছে। এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার (এএআই) এক শীর্ষ আধিকারিককে উদ্ধৃত করে সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, সোমবার ইন্ডিগোর কলকাতা-পোর্ট ব্লেয়ার বিমানটি সকাল ৮.৫৯ মিনিটে নামে এবং সকাল ৯.৫০ মিনিটে কলকাতায় অবতরণ করা প্রথম বিমানটি ছিল গুয়াহাটি থেকে স্পাইসজেটের একটি বিমান।

রবিবার কলকাতা বিমানবন্দর থেকে শেষ উড়ানটি দুপুর ১২.১৬ মিনিটে ছাড়ে।

আবহাওয়া দফতরের সর্বশেষ বুলেটিন অনুযায়ী, ঘূর্ণিঝড় রিমাল উত্তর-উত্তরপূর্ব দিকে অগ্রসর হতে পারে এবং আগামী তিন ঘণ্টার মধ্যে ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হতে পারে। এরপর এটি উত্তর-পূর্ব দিকে অগ্রসর হবে এবং ক্রমান্বয়ে আরও দুর্বল হয়ে পড়বে।

আসামের সাতটি জেলায় অতি ভারী বৃষ্টিপাতের জন্য লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে এবং ১১টি জেলায় 'কমলা সতর্কতা' জারি করা হয়েছে। আইএমডি সোমবার ও মঙ্গলবার আসাম এবং অন্যান্য উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিতে ব্যাপক বৃষ্টিপাতের সতর্কতা জারি করেছে, এবং আজ দক্ষিণ আসাম এবং মেঘালয়ে ৪০-৫০ কিলোমিটার থেকে ৬০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে।

ঘূর্ণিঝড় রিমালের মোকাবিলা ও প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে রবিবার সন্ধ্যায় বৈঠকে বসেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁকে জানানো হয়, ন্যাশনাল ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে।

পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় খড়ের ঘরের ছাদ উড়ে গেছে, বিদ্যুতের খুঁটি উল্টে গেছে এবং বেশ কিছু এলাকায় গাছ উপড়ে গেছে।

এদিকে, কলকাতা সংলগ্ন নিচু এলাকার রাস্তাঘাট ও বাড়িঘর জলমগ্ন হয়ে পড়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার রবিবার দুপুরের মধ্যে উপকূলীয় ও ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল থেকে প্রায় ১.১০ লক্ষ মানুষকে সাইক্লোন শেল্টার, স্কুল ও কলেজে স্থানান্তরিত করেছে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা, বিশেষ করে সাগর দ্বীপ, সুন্দরবন ও কাকদ্বীপ থেকে লোকজনকে সরিয়ে আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সোমবার দিঘা, কাকদ্বীপ এবং জয়নগরে ভারী বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আইএমডি-র পূর্বাঞ্চলীয় আঞ্চলিক প্রধান সোমনাথ দত্ত ইঙ্গিত দিয়েছেন যে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বাড়তি হাওয়া এবং বৃষ্টিপাত হবে।

ঘূর্ণিঝড়টি ঘণ্টায় ১২০ কিলোমিটার বেগে এবং জলোচ্ছ্বাসে বাংলাদেশের উপকূলে আঘাত হানায় কমপক্ষে ১০ জন নিহত এবং প্রায় দেড় কোটি মানুষ বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়ে।

ঘূর্ণিঝড়ের ঝুঁকিতে থাকা বাংলাদেশের উপকূলীয় জেলাগুলো হলো- খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, বরগুনা, বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ফেনী, কুমিল্লা, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর ও চাঁদপুর।

১ জুন 'ইন্ডিয়া'র বৈঠকে নাও থাকতে পারে তৃণমূল

আপনজন ডেস্ক: বিরোধী দল ইন্ডিয়া জোটের শীর্ষ নেতারা লোকসভা নির্বাচনে তাদের পারফরম্যান্স মূল্যায়ন করতে এবং ফলাফলের আগে তাদের কৌশল নির্ধারণ করতে ১ জুন দিল্লিতে বৈঠক করতে পারেন। সূত্রের খবর, ১ জুন বিকেলে শেষ দফার ভোটগ্রহণের সময় প্রস্তাবিত বৈঠক ডাকা হবে। কংগ্রেস সভাপতি তথা বিরোধী ব্লকের অন্যতম প্রবীণ নেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে এই বৈঠক ডেকেছেন।

তৃণমূল সূত্রের খবর, তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্যান্য শীর্ষ নেতারা এদিন ভোট দেবেন, তাই তাঁরা বৈঠকে যোগ দিতে পারবেন না। তৃণমূলের তরফে আয়োজকদের এই কথা জানানো হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

আগামী ১ জুন কলকাতা দক্ষিণ ও কলকাতা উত্তরসহ মোট ৯টি আসনে ভোটগ্রহণ হবে। রাজ্যের অন্যান্য আসনগুলির মধ্যে রয়েছে যাদবপুর, দমদম, বারাসত, বসিরহাট, জয়নগর, মথুরাপুর এবং ডায়মন্ড হারবার।

বৈঠকে বিরোধী নেতারা ৪ জুনের ফলাফলের আগে তাদের কৌশল নিয়ে আলোচনা করবেন এবং সাত দফার নির্বাচনে তাদের পারফরম্যান্স মূল্যায়ন করবেন।

বিরোধী জোট দাবি করে আসছে যে তারা বিজেপি নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্সকে (এনডিএ) কেন্দ্রে ক্ষমতায় ফিরে আসা থেকে আটকাতে এবং নিজস্ব সরকার গঠন করতে সক্ষম হবে।

বিরোধী ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টাল ইনক্লুসিভ অ্যালায়েন্স (ইন্ডিয়া) জোটের প্রথম বৈঠকটি গত বছরের ২৩ শে জুন পাটনায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল,

তারপরে ১৭-১৮ জুলাই, ২০২৩ এ বেঙ্গালুরুতে একটি বৈঠক হয়েছিল এবং তারপরে ৩১ আগস্ট থেকে ১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে মুম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যেখানে বিরোধী দলগুলি লোকসভা নির্বাচনে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল।

১৯ ডিসেম্বর দিল্লিতে বিরোধী ব্লকের চতুর্থ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পরের বার বিরোধী নেতারা ৩১ মার্চ দিল্লিতে একত্রিত হয়েছিলেন, যখন শীর্ষ নেতারা দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত 'গণতন্ত্র বাঁচাও' সমাবেশে মঞ্চ ভাগ করে নিয়েছিলেন। ২১ এপ্রিল রাঁচিতে এমনই একটি 'উল্লুলান' সমাবেশ হয়েছিল।

পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় থাকা তৃণমূলের কংগ্রেসের সঙ্গে কংগ্রেস বা অন্য কোনও ইন্ডিয়া ব্লক পার্টির কোনও আসন সমঝোতা না থাকলেও উত্তরপ্রদেশের ভাদোহিতে তাদের প্রার্থী ললিতেশপতি ত্রিপাঠীকে সমর্থন করেছে জোটসঙ্গী সমাজবাদী পার্টি। এদিকে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন ক্ষমতাসীন জোটও দাবি করেছে যে এই নির্বাচনের পরে তারা টানা তৃতীয়বারের জন্য কেন্দ্রে সরকার গঠন করবে। উল্লেখ্য, ২৮টি বিজেপি বিরোধী দল একত্রিত হয়ে ইন্ডিয়া ব্লক গঠন করে।

তামিলনাড়ুতে হিন্দুদের মন্দিরের জন্য জমি দান করলেন মুসলিমরা

আপনজন ডেস্ক: সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রদর্শনে, কাঙ্গায়ামের পাদিউরের মুসলিম সম্প্রদায়ের সদস্যরা এক টুকরো জমি দান করেছেন এবং স্থানীয় হিন্দু মন্দির নির্মাণে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছেন।

মুসলমানরা তাদের হিন্দু প্রতিবেশীদের ৩শতক জমি দান করেছেন, যার মূল্য ৬ লক্ষ টাকা, এবং মন্দিরের অভিষেক অনুষ্ঠানের জন্য উপহার নিয়ে এসেছেন, যা রবিবার অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

রোজ গার্ডেনে অবস্থিত নবনির্মিত গণেশ মন্দিরটি এখন উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যের প্রমাণ হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে। স্থানীয় মুসলিম জামাতের উল্লেখযোগ্য অনুদানে প্রকল্পটি সম্ভব হয়েছিল।

রোজ গার্ডেন, প্রধানত মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা, কয়েকটি হিন্দু পরিবারকে স্বাগত জানায় যারা কয়েক বছর আগে সেখানে তাদের বাড়ি তৈরি করেছিল। মহম্মদ রাজা নামে এক বাসিন্দা সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন, প্রায় ১০ জন হিন্দু বাসিন্দা মন্দিরের প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়েছেন এবং লেআউটে জমি চেয়েছেন, যার বেশিরভাগই মুসলিমদের মালিকানাধীন।

তিন মাস আগে, 'রোজ গার্ডেন মুসলিম জামাত' এই অনুরোধ গ্রহণ করে এবং তাদের হিন্দু প্রতিবেশীদের জন্য ছয় লক্ষ টাকা মূল্যের তিন শতক জমি দান করে।

আরেক বাসিন্দা কানাগরাজ এলাকায় হিন্দু ও মুসলমানদের সৌহার্দ্যপূর্ণ সহাবস্থানের ওপর জোর দেন।

তিনি উল্লেখ করে লেআউটটি প্রাথমিকভাবে দু'জন মুসলমান প্রচার করেছিলেন যারা ২০ বছর আগে মুসলিম বাসিন্দাদের জন্য জমি বরাদ্দ করেছিলেন। সম্প্রতি, হিন্দু বাসিন্দারা মন্দিরের জন্য জমির অনুরোধ জানালে সম্প্রদায়টি এক টুকরো জমি অফার করে।

স্থানীয়দের এবং পঞ্চায়েত সভাপতির অনুদানের মাধ্যমে সংগৃহীত ১০ লক্ষ টাকা দিয়ে মন্দির নির্মাণের জন্য অর্থায়ন করা হয়েছিল। কুম্ভভিষেকম অনুষ্ঠানে মুসলিম বন্ধুরা অন্নদানের জন্য ৩০ হাজার টাকা দান করেন এবং উপহার হিসেবে 'সিয়ার ভারিসাই' নিয়ে আসেন।

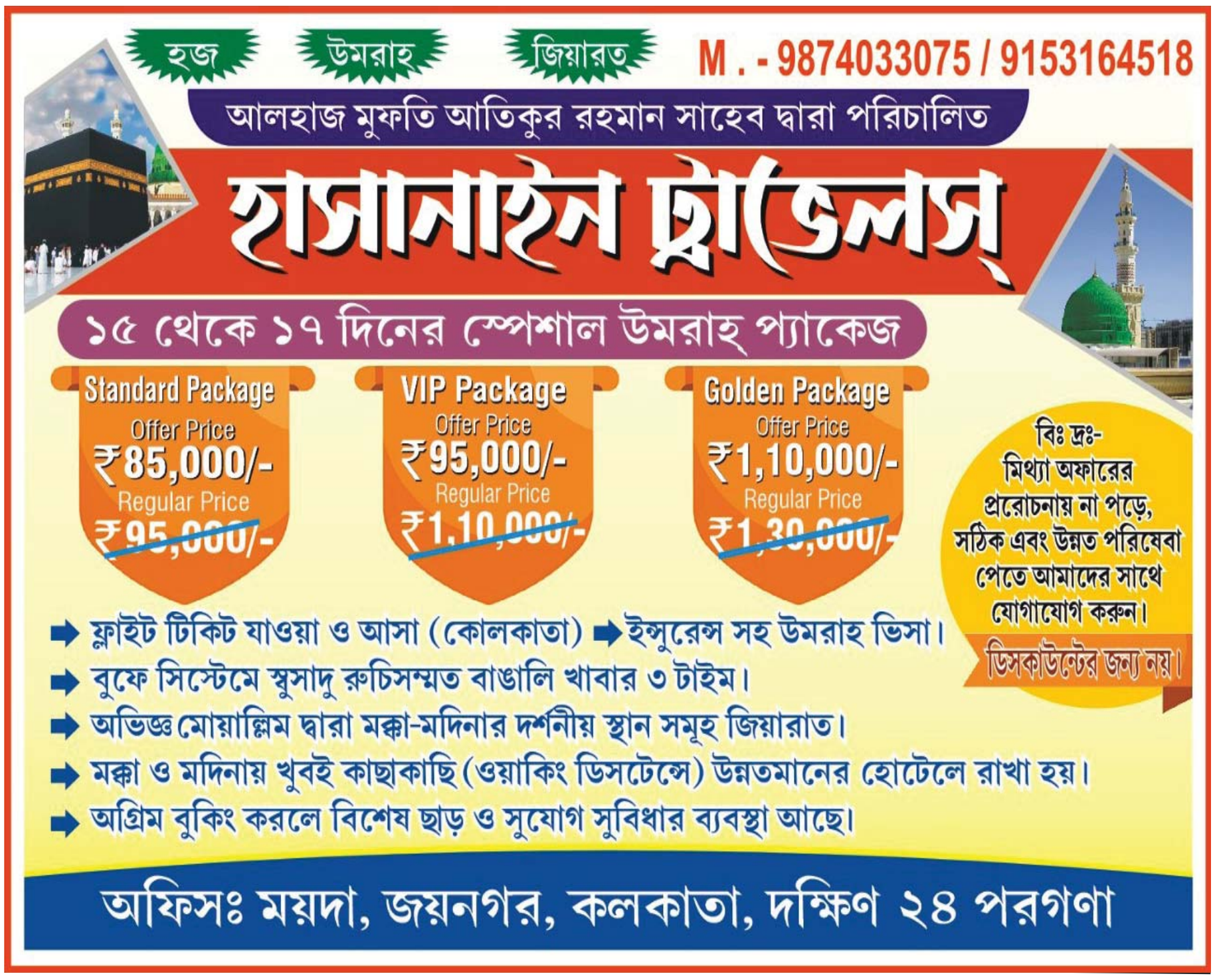

প্রথম নজর

জাকিরকে হুমকি কাণ্ডে গ্রেফতার যুবক

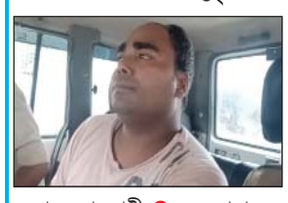

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: জঙ্গিপুরের বিধায়ক জাকির হোসেনকে হুমকি কাণ্ডে গ্রেপ্তার ঝাড়খন্ডের যুবক। রবিবার রাতেই ঝাড়খণ্ডের পাকুড় থানার ইসলামপুর গ্রামের ওই যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত ওই যুবকের নাম আহাসানুজ্জামান। যদিও হুমকির সঙ্গে রাজনৈতিক কোনো সম্পর্ক নেই বলেই দাবি করেছেন ওই যুবক। সোমবার ধৃতকে জঙ্গিপুর মহকুমা আদালতে পাঠিয়ে হেফাজতে নেবে সুতি থানার পুলিশ। এদিকে পুলিশের গাড়িতে উঠে হুমকির কথা স্বীকার করলেও ঝাড়খন্ডের ওই যুবক আহাসানুজ্জামানের দাবি, প্রণয় ঘটিত কারনে দুবছরের বেশি সময় ধরে জাকির হোসেনের মোবাইলে ম্যাসেজ করেও কোনো রিপ্লাই না পাওয়ায় গালিগালাজ করেছি। কোনো রকম খুনের হুমকি দিইনি। এদিকে গ্রেপ্তার হওয়া যুবকের পরিবারের সদস্যদের দাবি, ছেলে বিটেক করার পর কোনরকম কাজ ছাড়া বাড়িতেই বসেছিলেন। মানসিক সমস্যাও রয়েছে তার। এদিকে পুলিশ জানিয়েছে, পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

হাওড়ার চার্চ রোড জলমগ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: 'রিমাল' এর প্রভাবে রবিবার থেকে লাগাতার অতি ভারী বৃষ্টির জেরে জলমগ্ন হয়ে পড়লো হাওড়ার চার্চ রোডের কেলভিন কোর্টের রেলওয়ে আবাসন। সেখানকার অবস্থা এতটাই দুর্বিষহ যে জলমগ্ন অবস্থায় গৃহবন্দী হয়ে পড়েছেন সেখানকার বেশ কয়েকটি পরিবার। আজ সকালে জলমগ্ন পরিবারগুলির পাশে দাঁড়ান এলাকার প্রাক্তন জনপ্রতিনিধি শৈলেশ রাই। এদের হাতে ফল, কেক সহ শুকনো খাবার তুলে দেন তিনি। শৈলেশ বাবু জানান, ঘূর্ণিঝড়ের জন্য এদের নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিয়ে যাবার কথা বললেও এরা ঘর ছেড়ে কেউ যেতে চাননি। মেট্রোর জন্যই জমে রয়েছে জল। এখন আমরা সকলে মিলেই পরিস্থিতি মোকাবিলা করার চেষ্টা করছি।

শূন্যে একাধিক গুলি চালিয়ে ব্যাংকে ডাকাতির চেষ্টা

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: শূন্যে একাধিক রাউন্ড গুলি চালিয়ে শাখা ব্যাংকের ডাকাতির চেষ্টা। মালদার ভূতনি থানার হরচন্দ্রপুর এলাকায় গভীর রাতে একদল দুস্কৃতির ডাকাতির চেষ্টা।হাতে বন্দুক মুখে কাপড় বাধা রাস্তার উপরে একাধিক রাউন্ড গুলি চালিয়ে দাপিয়ে বেড়ায় এলাকায়।শিহরণ জাগানো সিসিটিভির ফুটেজ। গভীর রাতে ডাকাতির উদ্দেশ্যে দাপিয়ে বেড়াল একদল সশস্ত্র দুষ্কৃতী। গুলি চালিয়ে এলাকাবাসীকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে ডাকাতির চেষ্টা করল ভূতনীর হরচন্দ্রপুরে। যদিও ডাকাতির ব্যর্থ হল এলাকায় মোতায়েন সিভিক ভলান্টিয়ার ও এলাকাবাসীর তৎপরতায়। উল্লেখ্য, রবিবার ভোরবেলা মালদা শহরের বুকে মাধবনগর এলাকায় এক অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মীর বাড়িতে দুঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনা ঘটে। এই ঘটনার রেশ কাটার আগে রবিবার গভীর রাতে মালদার ভূতনীর থানার হরচন্দ্রপুর এলাকায় ডাকাতির চেষ্টা করে সাত-আটজনের এক সশস্ত্র দুষ্কৃতী দল। দুষ্কৃতীরা ডাকাতির প্রাক্কালে পাঁচ রাউন্ড গুলি চালিয়ে এলাকাবাসীকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে। এরপর ডাকাতির উদ্দেশ্যে এলাকায় দাপিয়ে বেড়ায়। ওই সময় এলাকায় মোতায়েন সিভিক ভলান্টিয়ার এবং এলাকাবাসী তৎপর হয়ে বাইরে বেড়িয়ে আসেন। তাই পরিস্থিতি বেগতিক দেখে মুখ ঢাকা সশস্ত্র দুষ্কৃতীরা এলাকা ছেড়ে চম্পট দেয়।। তবে চম্পট দেওয়ার সময় পুলিশের জালে ধরা পড়ে এক সশস্ত্র দুষ্কৃতী। তার কাছ থেকে উদ্ধার হয় ব্যাগ ভরতি প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোমবার সকাল থেকেই আতঙ্কের থমথমে পরিবেশ চোখে পড়ে মালদার ভূতনীর থানার হীরানন্দপুর অঞ্চলের হরচন্দ্রপুর এলাকায়।

গ্রাম পঞ্চায়েতের ট্যাঙ্কারের পানীয় জল খেয়ে অসুস্থ ২০ জন

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঠানো ট্যাঙ্কারের পানীয় জল খেয়ে অসুস্থ প্রায় কুড়ি জন, গুরুতর অসুস্থ ৩। ভোটের দিন স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে পাঠানো ট্যাঙ্কার থেকে নেওয়া জল পান করে অসুস্থ হয়ে পড়লেন প্রায় ২০ জন গ্রামবাসী। এর মধ্যে ৩ জন গুরুতর অসুস্থ। ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার সিমলাপাল ব্লকের লক্ষ্মীসাগর দাসপাড়ায়। এই ঘটনাকে ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে গ্রীষ্মের কারনে লক্ষ্মীসাগর দাসপাড়া এলাকায় জলের আকাল দেখা দেয়।
স্থানীয় মানুষের দাবী মেনে ট্যাঙ্কারে করে জল সরবরাহ শুরু করে স্থানীয় লক্ষ্মীসাগর গ্রাম পঞ্চায়েত। গতকাল সেই জল পান করেই গ্রামের একের পর এক ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে পড়েন বলে অভিযোগ।

পেটে ব্যথা, পাতলা পায়খানা ও বমির উপসর্গ নিয়ে একের পর এক ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁদের সিমলাপাল ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। তিন জনের শারিরীক অবস্থার অবনতি হলে তাঁদের বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয়। এই ঘটনার দায় শাসকদলের উপর চাপিয়ে বিজেপির দাবী গ্রামে পাইপ লাইন থাকলেও তাতে জল মেলেনা। ভোটের আগে গ্রামবাসীদের মন ভোলাতে জল শোধন না করেই ট্যাঙ্কারে করে জল পাঠানোয় এই সমস্যা হয়েছে। তৃণমূলের তরফে অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

কাকলিকে জয়ী করার আহ্বান

এম মেহেদী সানি ● বারাসত

আপনজন: বারাসত লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ডা. কাকলি ঘোষ দস্তিদারের সমর্থনে লোকসভা এলাকা জুড়ে চলছে শেষ মুহূর্তের জোর প্রচার। আগামী ১লা জুন ভোট। রবিবার সন্ধ্যায় হাবড়া-১ ব্লকের অন্তর্গত রাউতাড়া আঞ্চলিক তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে লক্ষীপুল বাজারে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের রাজ্য সভাপতি মোশারফ হোসেনের আসার কথা থাকলেও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে তিনি আসতে পারেননি। উপস্থিত ছিলেন হাবড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান তৃণমূল নেতা নারায়ণ চন্দ্র সাহা, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ জ্যোতি চক্রবর্তী, বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি সিদ্দিক হোসেন, প্রধান মানব কল্যাণ মজুমদার, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ সামসুল হক প্রমুখ।

অসুস্থ স্বামীকে নিয়ে অনাহারে কান্না মহিলার

আসিফা লস্কর ● গঙ্গাসাগর

আপনজন: রিমালের আতঙ্কে যখন ঘর ছেড়ে পালাচ্ছেন সাগরের বিভিন্ন গ্রাম থেকে সাগরবাসীরা, ঠিক তখনই মন্দিরতলা চক ফুলডুবির সীমাবাদ এলাকায় কান্নায় ভেঙে পড়েছেন নদীতে ঘর তলিয়ে যাওয়া জমিহারা এক গৃহবধূ কল্পনা মিদ্যা। একদিকে নদীর গর্জন অন্যদিকে রিমালের আতঙ্ক। না পাচ্ছে ত্রাণ শিবিরে যেতে না পাচ্ছে স্বামীকে টেনে নিয়ে ঘর থেকে বের করতে সারারাত কিছু খাবার জোটেনি। প্রশাসন তরফ থেকে মাইকিং করেছিলেন কিন্তু অসুস্থ স্বামীকে ছেড়ে যেতে পারেননি। সকলের সামনে কান্নায় ভেঙে পড়লেন কল্পনা দেবী। স্থানীয় প্রধান ও পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষের সামনে আবেগ তাড়িত হয়ে কান্নার সঙ্গে ক্ষোভ ঝরিয়ে দিলেন কল্পনা দেবী। জমি জমা যা ছিল নদীগর্ভে চলে গেছে, আছে শুধু বসত বাড়ি একটু। আর এটুকু গেলে সর্বহারা হয়ে যাবেন তিনি। নদীর ধারে একে একে চক ফুল ডুবি সীমা বাঁধ এলাকায় বহু মানুষ ঘর ছাড়া হয়েছেন। বাধ্য হয়ে জীবন নিয়ে ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন বহু মানুষ। তাদের একটাই দাবি নদী বাঁধ রিপেয়ার হোক। সমুদ্রের এই করাল গ্রাস থেকে তাদেরকে রক্ষা করুক প্রশাসন।

ঘূর্ণিঝড় রিমালে তছনছ করে দিল গোটা দক্ষিণবঙ্গ, এলাকা পরিদর্শনে সুন্দরবন মন্ত্রী

নকীব উদ্দিন গাজী ● সাগর

আপনজন: রবিবার দিন রাত্রি সাড়ে এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে ল্যান্ডফল হওয়ার পর থেকেই ক্রমশ শক্তি বৃদ্ধি করে ঘূর্ণিঝড় রিমাল বাড়ি থেকে অতি ভারী নিম্নচাপে রূপ নিতে থাকে আর তার জেরেই গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন এলাকাতেই ভোর রাত থেকেই শুরু হয় দফায় দফায় বৃষ্টির ৭০কিলোমিটার কোন কোন জায়গায় ৬০ আবার কোন কোন জায়গায় ৯০ কিলোমিটার গতি বেগে ঝড়ো হাওয়া। আর তার ফলেই দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় ভেঙে পড়ল একাধিক বড় বড় গাছ কোথাও বা ঘরের চাল উরলো, আবার কোথাও বা নদীর জল স্তর বাড়ার ফলে এলাকায় ঢুকলো নোনা জল। গঙ্গাসাগরের কপিল মুনির মন্দির চত্বরে অস্থায়ী দোকান ভেঙে পড়ে
নামখানা বকখালি ফেজারগঞ্জ কাকদ্বীপ ডায়মন্ড হারবার সহ একাধিক জায়গায় ভেঙে পড়ল বড় বড় গাছ, ডায়মন্ড হারবার জেলখানার সামনে ১০০ বছরের

পুরনো বটগাছ ভেঙে পড়ে,
বিপর্যয়ের মোকাবিলা দল দিনভর অক্লান্ত পরিশ্রমে গাছ কেটে সরিয়ে ফেলে। অন্যদিকে মৌসুনিতে রাত চাপা পড়ে মৃত্যু হল বছর আশির এক বৃদ্ধার। পুলিশ সূত্রে জানা যায় সকাল আটটা নাগাদ রেনুকা মন্ডল মৌসুনির বাগডাঙ্গা এলাকার বাসিন্দা সকালবেলা রান্নাঘরে খেতে বসেছিল তখনই রান্নাঘরের পাশে থাকা কৃষ্ণচূড়া গাছ ভেঙে পড়ে সেই রান্না ঘরের চালে ,যার ফলে মৃত্যু হয় তার। অন্যদিকে পরিবারের সাথে দেখা করতে আসেন মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বাপী হালদার। মৃত বৃদ্ধের পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন পরিবারকে সান্তনা দেয়।তবে আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস যে সত্যি করে গঙ্গাসাগরের একাধিক জায়গায় বড় বড় গাছ ভেঙে পড়ার পাশাপাশি মন্দির তলা ধবলাট, মুড়িগঙ্গা টু বিভিন্ন জায়গায় নদী বাঁধ উপছে জল ঢুকতে থাকে গ্রামের মধ্যে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এলাকার মানুষজন তৎক্ষণাৎ এলাকা পরিদর্শনে যান সাগর গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মাধ্যক্ষ আব্দুল সামির সহ। নদী উপকূলবর্তী এলাকার মানুষদের প্রশাসনের পক্ষ থেকে ত্রাণ শিবিরে রাখার ব্যবস্থা করে পাশাপাশি তাদের আহারের ব্যবস্থাও করা হয়।
অন্যদিকে সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শনের পাশাপাশি দুর্বল নদী বাঁধগুলি পরিদর্শন করেন।
সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা বলেন রাজ্য সরকারের উদ্যোগে ১০০ দিনের কাজের মাধ্যমে সুন্দরবন এলাকার একাধিক জায়গায় বাঁধ মেরামতের কাজ হয়েছে কেন্দ্র সরকার ১০০ দিনের কাজের টাকা আটকে রাখার ফলে অনেক নদীর বাঁধ কাজ করা যায়নি। সেইসব নদী বাঁধ উচ্ছে নোনা জল ঢুকে পড়ে গ্রামে।
সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বলেন সুন্দরবনের বাঁধ নিয়ে কোন কাজ করেনি কেন্দ্র সরকার। মুখে শুধু বড় বড় কথা বলে।
নামখানা নাদাভাঙ্গা এলাকায় নতুন করে নদী বাঁধ ভেঙে পড়ে , জোয়ার এলে নোনা জল ঢুকবে চাষের জমিতে আশঙ্কা করছে গ্রামবাসীরা।

দুর্যোগে পুরসভার নিকাশি বিভাগ দুর্দান্ত কাজ করেছে: ফিরহাদ হাকিম

আপনজন ডেস্ক: বৃষ্টি শেষ হওয়ার পাঁচ ঘন্টার পরে ঠনঠনিয়া কালীবাড়ি এবং যেখানে কেইআইপি কাজ হচ্ছে সেটা ছাড়া কোথায় জল থাকবে না বলে দাবি করলেন কলকাতা পৌর সংস্থার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। এদিন মেট্রো রেলের দাবি খারিজ করে মেয়র জানান ,কোথায় একটা লিক হয়েছে সেখান থেকে হয় তো জল গেছে। কিন্তু তার মানে এটাই নয় সবাই অপদার্থ। তিনি এদিন নিকাশি বিভাগ এবং কলকাতা পৌর সংস্থার প্রসংশা করে বলেন তারা রিমার্কএবেল কাজ করছে। তার দাবি ২৬৪ মিলিলিটার জল হয়েছে। তার মধ্যে আমাদের কর্মীরা ভালো কাজ করেছেন বলে জানান তিনি। ছোটখাটো কোথায় একটা জল জমেছে কারণ বৃষ্টির অনুপাত তুলনামূলক অনেক বেশি হয়েছে বলে জানালেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। কলকাতাবাসীদের উদ্দেশে তার বার্তা রাজনীতি নয় মানুষের সেবার জন্য আপনারা আমাদের নির্বাচিত করেছেন। তাই আমরা আপনাদের সেবা কোনো

রকমের ঝুঁকি নিয়েও কাজ করব বলে আশ্বাস মেয়র ফিরহাদ হাকিমের। এদিন তাকে উত্তর কলকাতা জল জমা নিয়ে সুদীপ বন্দোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাপস রায়ের তরজা নিয়ে তিনি বলেন জল জমা নিয়ে রাজনীতি করে কি হবে। উত্তর কলকাতায় জল জমার সমস্যা ৫০বছরের বেশি। ১০০ বছর পুরোনো সমস্যা রয়েছে। আমাদের হাতে এত টাকা নেই যে সারা কলকাতায় কাজ করতে পারব। তবে ও আমরা চেষ্টা করছি জল জমার সমস্যার সমাধান করার জন্য। অনেক জায়গায় নতুন পাম্পিং স্টেশন করা হয়েছে। যা অতীতে হয়নি বলে দাবি মেয়র ফিরহাদ হাকিমের। তার দাবি নির্বাচনী আচরণ বিধি শেষ হলেই আমরা নতুন প্রকল্প ঘোষণা করব বলে জানালেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। তার দাবি আগের তুলনায় অনেক কম জল জমার সমস্যা হচ্ছে। ২৬৪ মিলি লিটার বৃষ্টির পরিমানের পরেও জল অনেক কম জমেছে বলে জানালেন তিনি। মেয়রের দাবি কিছু জায়গায় নিচু এলাকা রয়েছে যেখানে জল জমা রয়েছে। ঠনঠনিয়া কালীবাড়ি, আমহার্স্ট স্ট্রিট ছাড়া বাকি জায়গায় থেকে জল বেরিয়ে গেছে বলে জানান মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

রায়দিঘিতে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ালেন কান্তি গাঙ্গুলি, বাপি হালদার

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● রায়দীঘি

আপনজন: নিজের রাজনৈতিক পরিচয়কে দূরে ঠেলে আবার দূর্যোগে মানুষের পাশে এসে দাঁড়ালেন রাজ্যের প্রাক্তন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী কান্তি গাঙ্গুলি। তিনি ঝড়ের আগেই শুক্রবার রায়দীঘিতে গিয়ে পৌছান। তিনি দলাদলি ভুলে একজোট হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান। সুন্দরবনের মানুষজন জানেন, 'ঝড়ের আগে কান্তি আসে'। সাগরে 'ফুঁসছে' সাইক্লোন রিমালে। সুন্দরবনের মানুষদের সুরক্ষিত রাখার জন্য প্রশাসনিক তৎপরতা তুঙ্গে।
রবিবার সকাল সকাল মণি নদী সংলগ্ন এলাকা ঘুরে দেখেছেন কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়। সোমবার ও ক্ষতি গ্রস্থ একাধিক এলাকায় গেলেন কান্তি তাঁর সাধ্যমত সাহায্য নিয়ে। তিনি দল-মত নির্বিশেষে এই সময় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর ডাক দিলেন আবার। প্রবল বৃষ্টিতে চারিদিক সাদা। দোসর আবার ঝোড়ো হাওয়া। দূরপানে দৃষ্টি যাচ্ছে না খুব একটা।
সাইক্লোন 'রিমাল' আছড়ে পড়ার পড়েই সোমবার সাধারণ মানুষের পাশে থাকতে এগিয়ে এলেন কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়।
বাদাবনের মানুষ গুলোর কাছে তিনি আজও পরম আত্মীয়। লোকে বলে,'ঝড়ের আগে কান্তি আসে'। আয়লা হোক, বুলবুল হোক বা আমফান, প্রবীণ সিপিএম নেতা কান্তি গঙ্গোপাধ্যায় ছুটে গিয়েছেন সুন্দরবনে। করোনার সময়ও ভাইরাসের হাত থেকে এলাকাবাসীকে রক্ষা করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিল 'কান্তি বুড়োর বাহিনী'। বাম জমানাতে তিনি সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী ছিলেন। এরপর পালাবদল হয়েছে। বাংলার লাল দাপট 'বেশ ফিকে', দাবি রাজনৈতিক মহলের।
কান্তি এখন আর বিধায়ক বা মন্ত্রী নন। কিন্তু, খুচখাচ সমস্যাতেও দৌড়ে যান সুন্দরবনে। রবিবার রাতে সাগর দ্বীপ এবং বাংলাদেশের খেপুপাড়ার কাছে আছড়ে পড়ে সাইক্লোন 'রিমাল'। অঝোরে বৃষ্টি চলছে সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া সোমবার সকাল থেকেই। বাংলায় এখনও এক দফায় ভোট বাকি। কিন্তু,নির্বাচনী অঙ্ক না কষে সকলের একজোট হয়ে এখন সুন্দরবনের মানুষের পাশে দাঁড়ানো উচিত, বার্তা কান্তির। সুন্দরবন বাসীর কাছে তাঁর আবেদন, 'এই জলটা ধরে রাখুন যাতে পানীয় জল হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। বাঁধ ভেঙে নোনা জল ঢুকে গেলে পানীয় জলের একটা সংকট তৈরি হতে পারে। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। 'তিনি সোমবার রায়দীঘির একাধিক এলাকায় যান। দূর্দশা গ্রস্থ মানুষের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। সাহায্য তুলে দেন। পাশাপাশি সোমবার ঘূর্ণিঝড় "রিমাল"এর প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ও ত্রাণ শিবির পরিদর্শন করেন মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বাপি হালদার ও রায়দীঘির বিধায়ক ডাঃ অলক জলদাতা। ওনারা এদিন এলাকার মানুষ যাহাতে নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে পারে তাহার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করার জন্য দলীয় কর্মীদের নির্দেশ দেন।
রায়দিঘির বিভিন্ন নদীমাতৃক এলাকা সহ নালুয়া ,লালপুর এলাকায় কৃষ্ণচন্দ্রপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক চন্দন কুমার মাইতির সহযোগিতায় কিছু ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেন তৃনমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ও বিধায়ক। এ দিন তৃনমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বাপি হালদার বলেন,ভোটের আগে বলে নয় সারাবছর মানুষের পাশেথাকি। আর সুন্দরবনবাসী হিসাবে ওদের পাশে এসে দাঁড়াতে এসেছি। এটা নিয়ে এই সময় কোনো রাজনীতি করতে চাই না।

রিমালে ক্ষতি কত, জানাল পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসন

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: পূর্ব বর্ধমান জেলা বিপর্যয় মোকাবেলা দপ্তর থেকে রিমালের ক্ষয় ক্ষতি সম্পর্কে সাংবাদিকদের বিস্তারিত জানানো হয়। শেষ ২৪ ঘন্টায় ঝড় বৃষ্টিপাত হয়েছে ২৪.৩ মিলিমিটার।
সোমবার বিকেল পর্যন্ত চারটি ব্লক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যেমন কেতুগ্রাম এক কেতুগ্রাম দুই রায়না দুই এবং পূর্বস্থলী ২ ব্লক। এছাড়াও ৩১ টা গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাতে ২১৬ জন মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানা গেছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে দুজন মানুষ মারা যায় তরিতাদহ হয়ে। পূর্ব বর্ধমান জেলায় একটি মাত্র পশু মারা গেছে বলে জানান জেলা বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর। এছাড়াও জেলা জুড়ে ৪৩ টি বাড়ির অল্প বিস্তর ক্ষতি হয়েছে, এবং পাঁচটি বাড়ির পুরোপুরি ক্ষতি হয়েছে সেগুলো রায়না ২ ব্লকে। ইতিমধ্যেই ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ত্রিপলসহ জামা কাপড় বিলি শুরু হয়েছে। জেলা বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর থেকে আরও জানানো হয় , রিমাল ঘূর্ণিঝড় গতকাল মাঝ রাতে আজকে পড়েছে এবং তারপর থেকে পুরো বর্ধমান জেলায় হালকা ঝড়ো হাওয়া কখনো কখনো ঝড়ের দাপট কিছুটা বেড়েছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

লরির ধাক্কায় দিনমজুরের মৃত্যু ইটাহারে

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● রায়গঞ্জ

আপনজন: বাড়ি থেকে দুপুরের খাবার খেয়ে কাজে যোগ দিতে যাওয়ার পথে রাস্তায় ছোট লরির ধাক্কায় মর্মান্তিক মৃত্যু এক দিনমজুর ব্যক্তির। সোমবার দুপুরে পথ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ইটাহার থানার চূড়ামণ নতুন বাজার এলাকায় ইটাহার চাঁচোল রাজ্য সড়কে। ইটাহার থানার পুলিস সূত্রে জানাযায়, মৃত দিনমজুরের নাম তপন বসাক(৫৫)। তার বাড়ি চূড়ামণ এলাকায়। মৃতের পরিবার ও স্থানীয় বাসিন্দা সূত্রে জানাযায়, এদিন দুপুরে বাড়িতে খাবার খেয়ে সাইকেল নিয়ে নির্মিয়মানের শ্রমিকের কাজে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন তিনি। সেই সময় চূড়ামণ নতুন বাজার এলাকায় ইটাহার চাঁচোল রাজ্য সড়কের উপরে চাঁচোল মুখী একটি ছোট লরি তপন বাবুকে পিছন থেকে বেপরোয়া গতিতে এসে ধাক্কা মারে। রাস্তায় লুটিয়ে পরেন ওই ব্যক্তি। স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনাস্থলে ছুটে এসে ওই ব্যক্তিকে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে ইটাহার গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসেন। তবে শেষ রক্ষা হয়নি। চিকিৎসক তপন বসাককে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

কাঁসাই নদীতে ছিপে উঠল বিশাল কচ্ছপ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মেদিনীপুর

আপনজন:মেদিনীপুর শহরের নজরগঞ্জের বিবেকানন্দ পল্লীর নদীঘাটে রবিবার বিকেলে কাঁসাই নদীতে মাছ ধরছিলেন স্থানীয় মহম্মদ নাজিরুদ্দিন। সন্ধ্যা নাগাদ টান ধরে ছিপে। ভাবলেন বড় বড় কোন মাছ ধরা পড়েছে বোধহয়! বহু কষ্টে টেনে টুনে পাড়ে নিয়ে আসার পর দেখলেন এক দৈত্যাকার কচ্ছপ। দৈত্যাকার এই কচ্ছপ বা কাছিম দেখতে ভিড় জমান এলাকাবাসী। স্থানীয় বাসিন্দদের মারফত খবর পেয়ে বন্যপ্রাণ বন্ধু হিসেবে পরিচিত দেবরাজ চক্রবর্তী কাছিমটিকে উদ্ধার করেন । ওজন করে দেখা যায় প্রায় ২৭ কেজি ৫০০ গ্রাম। এরপর তা তুলে দেন রূপনারায়ণ ডিভিশনের বনকর্মীদের হাতে।

বাড়ল গরমের ছুটি, ১০ জুন থেকে খুলছে স্কুল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: ফের বাড়ল গরমের ছুটি। ৩ জুন অর্থাৎ সোমবার থেকে স্কুল খোলার কথা থাকলেও এবার তা পিছিয়ে গেল। সোমবার শিক্ষা দফতরের তরফে জানান হয়েছে ১০ জুন অর্থাৎ সোমবার থেকে খুলতে চলেছে রাজ্যের সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত প্রাথমিক- মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল। তবে ৩ রা জুন থেকে স্কুলে যেতে হবে শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মীদের।
বর্তমানে ভোটের জন্য সরকারি স্কুল গুলিতে রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। তাছাড়াও বহু স্কুল বুথ হিসেবেও ব্যবহৃত হয়েছে। এরফলে ৯ জুনের আগে স্কুলগুলিতে ক্লাস করার জন্য উপযোগী হবে না । সেই জন্য ১০ জুন থেকে স্কুল খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্যের শিক্ষা দফতর। তবে শিক্ষা দফতরের তরফে জানান হয়েছে, গরমের ছুটির পর অতিরিক্ত ক্লাস করাতে হবে স্কুলগুলিকে। পড়ুয়াদের যাতে না কোন অসুবিধা হয় সেইদিকে নজর দিতে হবে স্কুলগুলিকে।
উল্লেখ্য, রাজ্যের ছুটির তালিকা অনুসারে চলতি বছর ৬ মে থেকে গরমের ছুটি পড়বে রাজ্য সরকারি স্কুলগুলিতে। তা শেষ হবে ২ জুন। তবে আচমকাই তীব্র দাবদাহের জেরে পড়ুয়াদের স্বাস্থ্যের কথা ভেবে ২২ এপ্রিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে আগাম গরমের ছুটি ঘোষণা করেছিল রাজ্য । সেইসময় অনির্দিষ্টকালের জন্য ছুটির ঘোষণা করা হয়েছিল ।

প্রথম নজর

হজের আগে প্রথমবার পাবলিক ক্লাব চালু করল সৌদি আরব

আপনজন ডেস্ক: হজের আগে প্রথমবারের মতো রাজধানী রিয়াদে পাবলিক ক্লাব চালু করলো সৌদি আরব। ক্লাবটির নাম 'বিস্ট হাউস'। তবে ক্লাবটির সদস্য হতে হলে মানতে হবে বেশ কিছু নিয়ম কানুন। সেইসঙ্গে গুনতে হবে মোটা অংকের টাকা। খবর সিয়াসাত ডেইলি। সৌদির এই পাবলিক ক্লাবে অত্যন্ত বিলাসবহুল ইন্টিরিয়র তৈরি করা হয়েছে। এ ছাড়া বিলাসবহুল সুযোগ সুবিধাও দেওয়া হয়েছে। য়ারা এটি তৈরি করেছেন তারা আশা করছেন, এটি ক্রমেই শিল্প ও সঙ্গীতের কেন্দ্র হয়ে উঠবে। এই পাবলিক ক্লাবটিতে অনেক স্টুডিও রয়েছে। একটি ডাইনিং এরিয়াও তৈরি করা হয়েছে। অনেক ডিজে এবং সঙ্গীত প্রয়োজকও এখানে উপস্থিত রয়েছেন। যা এই গোটা পাবলিক ক্লাবটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

সৌদি আরব পর্যটনের উন্নয়নে বিদেশিদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। এই পাবলিক ক্লাবটিও এই বিদেশি পর্যটকদের পছন্দের অন্যতম জায়গা। কারণ এখনও পর্যন্ত সৌদি আরবে কোথাও বিদেশিরাও পার্টি করতে পারত না।

সৌদি আরবের ডিজে তারেক আন্তাবি এতোদিন দেশের বাইরে অর্থাৎ বিদেশে পারফর্ম করতেন। তবে দেশের পাবলিক ক্লাব তার মুখে হাসি ফুটিয়েছে। তারেক বলেন, আমার কাছে এই ক্লাব মানেই পৃথিবী। এখন অবশেষে আমি আমার দেশে আমার সংগীত দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারব। আগেই বলা হয়েছে যে এই পাবলিক ক্লাবে প্রবেশ করা খুব একটা সস্তা হবে না। সৌদির প্রথম পাবলিক ক্লাবে প্রবেশ করতে গেলে ক্লাবের সর্বনিম্ন বার্ষিক সদস্য ফি হিসেবে দিতে হবে ৬ হাজার রিয়াল বা ১ লাখ ৮৭ হাজার টাকা। শুধু তাই নয়, আরও সুবিধা চাইলে দিতে হবে ১০ হাজার রিয়াল বা প্রায় ৩ লাখ ১২ হাজার টাকা। যাবতীয় বিধিনিষেধ ভেঙে এই ক্লাবে ঢুকতে দেওয়া হবে নারীদেরও। তবে এখানে মদ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। শুধু তাই নয়, মদের নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করতে অত্যন্ত বিপজ্জনক বাউন্সার মোতায়েন করা হয়েছে। তবে এই পাবলিক ক্লাবে আগত অতিথিরা মদের পরিবর্তে মকটেল খেতে পারবেন। প্রসঙ্গত, সৌদি আরবে ১৯৫০ সাল থেকে অ্যালকোহল ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সৌদি আরব সম্প্রতি বিদেশি দূতাবাসের জন্য মদের দোকান খোলার অনুমোদন দিয়েছে।

এবার হজের খুতবা দেবেন শায়খ মাহের আল মুয়াইকিলি

আপনজন ডেস্ক: চলতি বছর আরাফাতের ময়দানে হজে অংশগ্রহণকারী মুসলিম উম্মাহর উদ্দেশে খুতবাহ দেবেন মসজিদুল হারামের ইমাম ও খতিব শায়খ ড. মাহের বিন হামাদ বিন মুয়াক্বল আল মুয়াইকিলি।

সম্প্রতি সৌদি বাদশাহ সালমান বিন আবদুল আজিজ এক রাজকীয় ফরমানে তাকে আরাফাতের মহান দিনে খুতবা দেওয়ার জন্য অনুমোদন দেন। আগামী ৯ জিলহজ আরাফাতের ময়দানে হজের খুতবাহ দেবেন তিনি।

শায়খ মাহের আল মুয়াইকিলি অসাধারণ কুরআন তিলাওয়াতের জন্য বিশ্বব্যাপী বেশ জনপ্রিয়। ১৪২৮ হিজরিতে পবিত্র মসজিদুল হারামের আনুষ্ঠানিক ইমাম ও খতিব হিসেবে যুক্ত হন তিনি। ড. মাহের আল মুয়াইকিলি ১৯৬৯ সালের সাত জানুয়ারি সৌদি আরবের মদিনা মুনাওরায় জন্মগ্রহণ করেন। হিফজ সম্পন্ন করার পর মদিনার টিসার্স কলেজে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে একজন গণিতের শিক্ষক হিসেবে ব্যাচেলর ডিগ্রি অর্জন করেন।

১৪২৫ হিজরিতে মক্কার উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীয়াহ অনুষদ থেকে তিনি মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন। এখানে তার বিষয় ছিল, 'ফিকহুল ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল' তথা ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের ইলমে ফিকহ'।

একই প্রতিষ্ঠান থেকে ১৪৩২ হিজরিতে ইমাম সিরাজি রহ. রচিত শাফেয়ী মাজহাবের কিতাব 'তুহফাতুন নাবিহ শারহুত তানবিহ'র ওপর ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন। তার কর্মজীবন শুরু হয় উম্মুল কুরার জুডিশিয়াল স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে।

ইসরায়েলের সেনাবাহিনীতে এবার অভ্যুত্থানের ডাক

আপনজন ডেস্ক: দীর্ঘ সাত মাস ধরে গাজায় বর্বর আগ্রাসন চালাচ্ছে দখলদার ইসরায়েলি বাহিনী। কিন্তু যুদ্ধে দৃশ্যমান জয় দেখতে না পেয়ে মাথা খারাপ হবার জোগাড় ইসরায়েলি সেনাবাহিনী (আইডিএফ) ও নেতানিয়াহু প্রশাসনের। এখন তারই কিছু নমুনা দেখা যাচ্ছে।

নেতানিয়াহু ভেবেছিলেন, ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসের যোদ্ধাদের ট্যাংকের নিচে পিষে মারবেন। কিন্তু তার সেই আশায় গুড়েবালি। উল্টো ঘরের ভেতরে-বাইরে তোপের মুখে আছেন তিনি। এবার তার সেনাবাহিনীতেও দেখা দিয়েছে বিশৃঙ্খলা। ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর একজন সদস্য দেশটির শীর্ষ কর্মকর্তাদের উদ্দেশে এক ভিডিও বার্তায় অভ্যুত্থানের হুমকি দিয়েছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় শনিবার ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর এক সদস্যের ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে। এরপরই ঝামেলা শুরু হয়। ভিডিওতে দেখা যায়, মুখোশ পরা ওই সেনাসদস্য ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর চিফ অব স্টাফ হারজি হালেভি এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার আহ্বান জানাচ্ছে। এরপরই ইসরায়েলে এ নিয়ে হইচই পড়ে যায়। সংবাদমাধ্যম জেরুজালেম পোস্ট এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, এমন ভিডিও প্রকাশ্যে আসার পর ওই সেনাসদস্যকে হন্যে হয়ে খোঁজা শুরু করে ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী। অবশেষে ওই সেনাসদস্যকে শনাক্ত করতে সক্ষম হয় তারা। ওই ব্যক্তি রিজার্ভ ফোর্সের সদস্য। এখন তার বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে ইসরায়েল। তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে পাঠানো হয়েছে। ওই সেনাসদস্য বলেন, প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এই ভিডিও আপনার জন্য। আমরা রিজার্ভিস্টরা ফিলিস্তিনের কোনো কর্তৃপক্ষের কাছে চাবি দিতে চাই না। গাজার একটি ভবনে ওই ভিডিও ধারণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে ইসরায়েলি গণমাধ্যম। দেয়ালে গ্রাফিতি দেখেই এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে তারা। সেনা অভ্যুত্থানের উসকানি দেওয়া ওই ভিডিও নিজের টেলিগ্রাম অ্যাকাউন্টে শেয়ার করেছেন নেতানিয়াহুর ছেলে ইয়ার নেতানিয়াহু। পরে ওই ভিডিওতে মন্তব্য করেন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী। তিনি এ ধরনের যে কোনো কিছুর ব্যাপারে নিজের অনিচ্ছার কথা জানান। তবে নেতানিয়াহু মুখে যা-ই বলুন না কেন এ নিয়ে ইসরায়েলে তোলপাড় চলছে।

এমন এক সময় এই ভিডিও প্রকাশ্যে এলো যখন আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ক্রমেই একা হয়ে পড়ছে ইসরায়েল। ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রবণতা যেমন বাড়ছে, তেমনি ইসরায়েলবিরোধী বিক্ষোভও হচ্ছে দেশে দেশে।

গত বছরের ৭ অক্টোবরের হামলা ঠেকাতে ব্যর্থ হওয়ার পরই ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর ভেতরের দুর্বলতা বেরিয়ে পড়ে। আর এখন বিভাজনও প্রকাশ পাচ্ছে।

নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন ৭৮ ব্রিটিশ এমপি, বিপাকে ঋষি সুনাক

আপনজন ডেস্ক: নির্বাচনের আগে বড়সড় বিপাকে পড়লেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক। ভোটের আগে তার দলের ৭৮ জন এমপি জানিয়ে দিয়েছেন, তারা আগামী নির্বাচনে লড়বেন না। এমন সিদ্ধান্ত নেয়া নেতাদের মধ্যে রয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরাও।

জানা গেছে, যুক্তরাজ্যে ৪ জুলাই সাধারণ নির্বাচন। সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার পর প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক প্রথম শনিবারটি কাটিয়েছেন তার ঘনিষ্ঠ পরামর্শকদের সঙ্গে। নির্বাচন ঘিরে পার্লামেন্ট থেকে তার দল কনজারভেটিভ পার্টির সদস্যদের গণপদত্যাগের মধ্যেই কিছুটা ব্যক্তিগত সময় সহযোগী ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কাটালেন ৪৪ বছর বয়সী ভারতীয় বংশোদ্ভূত এ নেতা।

যুক্তরাজ্যের আইন অনুসারে, ২০২৫ সালের জানুয়ারি মাসের মধ্যে সাধারণ নির্বাচন সেরে ফেলতে হবে। কিন্তু সুনাকের কনজারভেটিভ পার্টির মধ্যেই দাবি উঠছিল, নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়া হোক। কারণ গত কয়েক মাসে দলটির নেতাদের প্রতি ভোটারদের আস্থা প্রায় তলানিতে এসে ঠেকেছে। একের পর এক জরিপে দেখা গেছে, ব্রিটিশ রাজনীতির ইতিহাসে সবচেয়ে খারাপ ফল করতে পারে কনজারভেটিভ পার্টি। এমন পরিস্থিতিতে নির্বাচন হলে হার অবধারিত বলেই মত দলের একটি বড় অংশের।

তবে দলের মত কার্যত উড়িয়ে দিয়ে দ্রুত নির্বাচনের ঘোষণা দিয়েছেন ঋষি সুনাক।

জানিয়েছেন, আগামী ৪ জুলাই হবে দেশটির সাধারণ নির্বাচন। সেখানে প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ঋষি। দলীয় মতের 'বিরোধিতা' করে দ্রুত নির্বাচনের ঘোষণায় তিনি বলেন, যুক্তরাজ্যের ভবিষ্যৎ বেছে নেয়ার সময় এসেছে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর দাবি, তার নেতৃত্বেই আর্থিক সংকট থেকে মুক্তি পাবে দেশ।

তবে নির্বাচনের দিন ঘোষণার পর থেকেই একের পর এক কনজারভেটিভ এমপি জানিয়ে দেন, আসন্ন নির্বাচনে তারা লড়তে চান না। এই তালিকায় রয়েছেন দেশটির সাবেক প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে, সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী বেন ওয়ালেস, সাবেক চ্যান্সেলর নাদিম জাহাউই, গৃহায়নমন্ত্রী মাইকেল গোভ ও আন্দ্রে লিডসমদের মতো নেতারা।

গোভের পদত্যাগের ঘোষণার চিঠিটি শুক্রবার সন্ধ্যায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। দেশজুড়ে পার্লামেন্টারি আসনগুলোতে টোরি পার্টির চ্যালেঞ্জের মধ্যেই এমনটি ঘটলো। এরপর লিডসম তার চিঠিটি প্রকাশ করেন। সুনাকের উদ্দেশে তিনি লেখেন, গভীর চিন্তার পর আমি আসন্ন নির্বাচনে না দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, কনজারভেটিভ পার্টির নামি নেতারা ধরেই নিয়েছেন, ভোটে তাদের হার নিশ্চিত। তাই লজ্জা এড়াতে আগে থেকেই নাম প্রত্যাহার করে নিচ্ছেন।

স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র না থাকলে ইসরায়েলের অস্তিত্বই থাকবে না: সৌদি

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিন রাষ্ট্র না থাকলে ইসরায়েলেরও অস্তিত্ব থাকতে পারে না বলে মন্তব্য করেছেন সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফয়সাল বিন-ফারহান। একইসঙ্গে ১৯৬৭ সালের সীমানা অনুযায়ী স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিষয়টিও পুনর্ব্যক্ত করেছেন।

বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে আরব ও ইউরোপীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সাথে বৈঠকের পর এ তথ্য জানিয়েছেন।

সৌদি আরবের শীর্ষ এই কূটনীতিক সাংবাদিকদের বলেন, ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছাড়া ইসরায়েলের অস্তিত্ব থাকতে পারে না এবং এটা সম্পূর্ণরূপে মেনে নেয়াই প্রয়োজন ইসরায়েলের।

সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফয়সাল বিন-ফারহান আরো বলেন, ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই নিরাপত্তা পাবে ইসরায়েল। তাই আমরা আন্তরিকভাবে আশা করি, ইসরায়েলের নেতারা বুঝতে পারবেন যে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে মিলে কাজ করাটা তাদের স্বার্থেই ভালো। আর সেটি শুধুমাত্র ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষকে শক্তিশালী করাই নয় বরং ১৯৬৭ সালের সীমানা অনুযায়ী একটি ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা।

এর আগে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি না দেওয়া পর্যন্ত তারা ইসরায়েলের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক স্থাপন করবে না বলে জানিয়ে দেয় সৌদি আরব।

উল্লেখ্য, ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে পশ্চিমতীর দখল করে নেয় ইসরায়েল। আর গত বছরের শুরু থেকে পশ্চিম তীরে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। তবে গত বছরের ৭ অক্টোবর গাজায় যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে এটি আরও বেড়েছে। মূলত গাজা ভূখণ্ডের পাশাপাশি অধিকৃত পশ্চিম তীরকে ফিলিস্তিনিরা তাদের ভবিষ্যত স্বাধীন রাষ্ট্রের মূল অংশ হিসাবে চায়। এছাড়া ফিলিস্তিনিরা ঐতিহাসিক জেরুজালেম শহরের পূর্ব অংশকে নিজেদের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রের রাজধানী হিসেবে দেখে থাকে।

রাফায় ফিলিস্তিনিদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারছে ইসরায়েল

আপনজন ডেস্ক: জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের (আইসিজে) আদেশকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে রাফায় বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী। রোববার (২৬ মে) বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিদের অস্থায়ী তাঁবু লক্ষ্য করে চালানো হামলায় কমপক্ষে ৪৫ জন নিহত হয়েছে।

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, হতাহতদের মধ্যে অধিকাংশই নারী ও শিশু। সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রাফার তাল আস-সুলতানে জাতিসংঘ মিশন ইউএন-আর-ডব্লিউ-এর লজিস্টিক স্পেসের পাশে অস্থায়ী তাঁবু বানিয়েছিল ফিলিস্তিনিরা। তাদের বিশ্বাস ছিল, সেখানে থাকলে নিরাপদে থাকবেন। কিন্তু জনাকীর্ণ ওই স্থানে ৮টি শক্তিশালী বিস্ফোরক দিয়ে বিমান হামলা চালায় ইসরায়েল। প্লাস্টিক ও কাপড়ের তৈরি তাঁবু হওয়ায় হামলার সঙ্গে সঙ্গে আগুন ধরে যায়। ইসরায়েলি বাহিনী হামলার পর বিবৃতিতে জানায়, 'নিখুঁত বিমান হামলায়' হামাসের দুই সিনিয়র নেতা নিহত হয়েছেন। নিহত এই দু'জনের মধ্যে পশ্চিম তীরে হামাসের চিফ অব স্টাফ ইয়াসিন রাবিয়াও রয়েছেন।

আল-জাজিরা জানিয়েছে, আরেকটি বিবৃতিতে বেসামরিক নাগরিকরা 'ক্ষতিগ্রস্ত' হওয়ার কথা স্বীকার করেছে ইসরায়েল।

মাত্র দুই দিন আগেই আইসিজে রাফায় হামলা বন্ধে ইসরায়েলকে নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু সেই নির্দেশ অমান্য করে বেসামরিক লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালাল ইসরায়েল। এতে তাঁবু থাকা অনেকেই জীবন্ত পুড়ে মারা গেছেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ইরানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দিলেন আহমাদিনেজাদ

আপনজন ডেস্ক: হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসির মৃত্যুর পর নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ইরানে। আগামী ২৮ জুন ইরানে নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হবে। দেশটির সাবেক প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আহমাদিনেজাদ এই নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। এক ভিডিও বার্তায় আহমাদিনেজাদ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। মাহমুদ আহমাদিনেজাদ ২০০৫ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত পরপর দুই মেয়াদে ইরানের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। এর আগে তিনি রাজধানী তেহরানের মেয়র হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। ইরানের বর্তমান পার্লামেন্টে আহমাদিনেজাদের বেশ কিছু সমর্থক রয়েছেন। তারা প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আহমাদিনেজাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার আগ্রহকে স্বাগত জানিয়েছেন। তারা দাবি করেছেন, ইরানের সবচেয়ে জনপ্রিয় রাজনীতিবিদদের মধ্যে আহমাদিনেজাদ অন্যতম।

এদিকে টেলিগ্রাম চ্যানেল 'দোলাত বাহার'-এ শনিবার এক ভিডিও বার্তায় আহমাদিনেজাদ বলেছেন, পরিবর্তনগুলো খুব ঘন ঘন হচ্ছে। এটা শুধু ইরান নয়, সারা বিশ্বেই। আমি আশা করি, আমরা শিগগিরই সুন্দর পরিবর্তন দেখতে পাব।

যুক্তরাষ্ট্রে টর্নেডোর আঘাত, নিহত বেড়ে ১৮

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যাঞ্চলে টর্নেডোর আঘাতে এখন পর্যন্ত ১৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। শক্তিশালী এ ঝড়ের আঘাতে ভবন ও একটি ফুয়েল স্টেশন ধ্বংস হয়ে গেছে। যেখানে মানুষ আশ্রয় নিয়েছিলেন। সোমবার (২৭ মে) সংবাদমাধ্যম সিএনএন এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ওকলাহোমা, টেক্সাস এবং আরকানসাসে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এরমধ্যে শুধুমাত্র টেক্সাসেই মারা গেছেন ৭ জন। টেক্সাস অঙ্গরাজ্যে হতাহতের পাশাপাশি বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে অন্তত ২০ হাজার বাড়িঘর।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.২১মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.২০ মি.

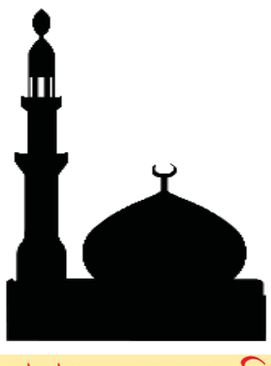

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.২১	৪.৫২
যোহর	১১.৩৮	
আসর	৪.১১	
মাগরিব	৬.২০	
এশা	৭.৪০	
তাহাজ্জুদ	১০.৫১	

ফ্রান্সে ছুরি হামলা, আহত ৩

আপনজন ডেস্ক: ফ্রান্সের পূর্বাঞ্চলীয় শহর লিওঁতে ছুরি হামলায় অন্তত তিনজন আহত হয়েছেন, জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। রোববার (২৬ মে) স্থানীয় সময় দুপুর ২টা ৪০ মিনিটের দিকে নগরীর সপ্তম ডিস্ট্রিক্ট এলাকার জ্যঁ-জ্যঁহ্যাস প্রসাদের কাছে মেট্রো লাইন 'বি' তে হামলার ঘটনাটি ঘটে।

পুলিশ জানিয়েছে, হামলাকারী ২৭ বছর বয়সী একজন মরক্কান নাগরিক। তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গাজায় ইসরায়েলের হামলায় নিহত ৩৬ হাজার ছাড়াল

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় দীর্ঘ সাত মাসেরও বেশি সময় ধরে চলমান ইসরায়েলি হামলায় নিহতের সংখ্যা ৩৬ হাজার ছাড়িয়েছে। রোববার (২৬ মে) এই তথ্য নিশ্চিত করেছে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। এক বিবৃতিতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় ৬৬টি সংঘর্ষ হয়েছ ও মোট নিহতের সংখ্যা ৩৬ হাজার ৫০ জনে পৌঁছেছে। এছাড়া যুদ্ধ শুরুর পর থেকে এ পর্যন্ত অন্তত ৮১ হাজার ২৬ জন গাজাবাসী আহত হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে হামাসের কর্মকর্তা ওসমান হামদান বলেছেন, ইসরায়েলের সঙ্গে আলোচনার কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ এ ধরনের আলোচানার কারণে দখলদার বাহিনী আগ্রাসন চালানোর জন্য আরো বেশি সময় পাচ্ছে। এদিকে বিশ্বজুড়েই ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ছড়িয়ে পড়েছে ক্ষোভ। কারণ আন্তর্জাতিক আদালতের আদেশ উপেক্ষা করে অব্যাহতভাবে নিরীহ ফিলিস্তিনিদের ওপর হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী। এর আগে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের আদেশকে নৈতিকভাবে অগ্রহণযোগ্য, জঘন্য ও বিরক্তিকর বলে অভিহিত করেছে ইসরায়েল। তাছাড়া দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যে গণহত্যা চালানোর অভিযোগ করা হয়েছে তাও মিথ্যা বলে জানানো হয়েছে।

এক যুগ পর সিরিয়ায় রাষ্ট্রদূত নিয়োগ দিল সৌদি

আপনজন ডেস্ক: এক যুগেরও বেশি সময় পর সিরিয়ায় নতুন রাষ্ট্রদূত নিয়োগ দিয়েছে সৌদি আরব। রাষ্ট্রদূত হিসেবে ফয়সাল আল-মুজফেলকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে সৌদি আরবের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা এসপিএ।

মূলত আরব লিগে পুনরায় অন্তর্ভুক্ত করার পর থেকে যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশটির সঙ্গে সম্পর্কের বরফ গলতে শুরু করেছে সৌদির। সিরিয়ায় গৃহযুদ্ধ চলাকালে ২০১২ সালে দেশটিতে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সৌদি দূতাবাস। এক যুগেরও বেশি সময় কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন থাকার পর চলতি বছরের শুরুতে সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে পুনরায় নিজেদের দূতাবাস চালু করে সৌদি আরব।

এর আগে সিরিয়া গত বছর সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে তাদের দূতাবাস চালু করেছিল। ডিসেম্বরে তারা নতুন রাষ্ট্রদূত নিয়োগ দেয়। রোববার সৌদি রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা এসপিএ জানিয়েছে, ফয়সাল আল মুজফেলকে নতুন রাষ্ট্রদূত হিসেবে সিরিয়ায় নিয়োগ করা হচ্ছে।

মুজফেল ভ্রাতৃপ্রতিম দুই দেশের সম্পর্ক জোরদার করতে এবং সিরিয়ায় সৌদি আরবের স্বার্থ দেখাশোনা করতে কাজ করবেন। জানা গেছে, ২২ সদস্যের আরব লিগে সিরিয়াকে পুনরায় অন্তর্ভুক্ত করার এক বছর পর দেশটি সঙ্গে এই অঞ্চলের দেশগুলোর সঙ্গে স্বাভাবিক হয়ে আস্তে শুরু করেছে।

পাপুয়া নিউগিনিতে ভূমিধসে চাপা পড়েছে ২ হাজারের বেশি মানুষ

আপনজন ডেস্ক:

ইন্দোনেশিয়াসংলগ্ন দেশ পাপুয়া নিউগিনিতে ভয়াবহ ভূমিধসে ২ হাজারের বেশি মানুষ চাপা পড়েছে। সোমবার জাতিসংঘের কাছে পাঠানো এক চিঠিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে পাপুয়া নিউগিনি সরকার। সেই চিঠির বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা এএফপির এক প্রতিবেদনে বিষয়টি জানানো হয়েছে। দেশটির জাতীয় দুর্যোগ কেন্দ্র পোর্ট মোরেসবিতে জাতিসংঘের কার্যালয়কে জানিয়েছে, ভূমিধসে দুই হাজারের বেশি মানুষ জীবিত অবস্থায় মাটির নিচে চাপা পড়েছেন এবং সেখানে বড় ধরনের ধ্বংসযজ্ঞ ঘটেছে।

পাপুয়া নিউগিনির উত্তরাঞ্চলের এনগা প্রদেশের পোরগেরা-পাইলা জেলার প্রত্যন্ত মুলিতাকার ছয়টি গ্রামে স্থানীয় সময় গত শুক্রবার ভোরে ভূমিধসের ঘটনা ঘটে। এলাকাটি রাজধানী পোর্ট মোর্সবি থেকে প্রায় ৬০০ কিলোমিটার দূরে। স্থানীয় স্কুলশিক্ষক জ্যাকব সোয়াই জানান, গ্রামগুলোতে প্রায় ৪ হাজার মানুষ বসবাস করে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত বিভিন্ন ফুটেজ এবং ভিডিওতে ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞের পরিস্থিতি দেখা যাচ্ছে। ভূমিধসের পরপরই স্থানীয় বাসিন্দারা বড় বড় পাথর সরানোর চেষ্টা করেন।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ১৪৪ সংখ্যা, ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১, ১৯ যিলকদ, ১৪৪৫ হিজরি

সাধু সাবধান

আমরা যাহা করি, তাহা কতটা বুঝিয়া করি? এই ব্যাপারে আমরা আসলে কতটা সচেতন? এই কথা সত্য যে, বুঝিয়া না করিবার ফল কখনোই শুভ হয় না। এমনকি আমরা ধ্বংস হইয়া যাইতে পারি, যদি আমরা গুরুত্বপূর্ণ কিছু না বুঝিয়া করি। নিজেদের মধ্যে বা বিভিন্ন দলের মধ্যে যে ঐক্য হয়, তাহার একটি অভিন্ন স্বার্থ ও উদ্দেশ্য থাকে। ঐক্যবদ্ধ থাকিলে সেই লক্ষ্যে আমরা পৌঁছাইতে পারি সহজেই; কিন্তু অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের ফল হয় মারাত্মক। ইহার কারণে আমরা ধ্বংস বা নিঃশেষ হইয়া যাইতে পারি।

কার্ল মার্কসের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ তথ্যে এই বিষয়টি উঠিয়া আসিয়াছে। ইংরেজিতে যাহাকে বলা হয় Dialectical Materialism। Dialectical শব্দটি আসিয়াছে গ্রিক Dialego শব্দ হইতে, যাহার অর্থ আলোচনা বা তর্ক করা। ইহাকে মার্কসবাদের ভিত্তিমূল বলিয়া গণ্য করা হয়। জার্মান দার্শনিক হেগেল এই তত্ত্বের জনক হইলেও কার্লমার্কসের মাধ্যমে ইহা বিকাশ লাভ করিয়াছে।

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের দ্বিতীয় সূত্র হইল, প্রতিটি বস্তুর মধ্যে পরস্পরবিরোধী প্রবণতা বা বৈপরীত্য থাকে। এই পরস্পরবিরোধী প্রবণতার দ্বন্দ্ব-সংঘাত বস্তুর পরিবর্তন ঘটায়। সমাজব্যবস্থার মধ্যেও অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব থাকে। যেমন—সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় সামন্তপ্রভু ও ভূমিদাসদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল। এই দ্বন্দ্বের ফলে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসান হইয়াছে এবং উদ্ভব হইয়াছে ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদের। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের ভাবিতে হইবে যে, রাজনীতির ক্ষেত্রে যাহারা জোটবদ্ধ হন, তাহাদের সকলের সমান শক্তি নাই। সমান শক্তি থাকিবার কথাও নহে। তাহার পরও তাহারা কেন ঐক্যবদ্ধ হন? কারণ দুর্বল তুলনামূলক সবলের সঙ্গে মিলিয়া গেলে আরেকটি শক্তি সৃষ্টি হয়। সেটা হয় নাই বহু দেশে। ফলে এই যূথবদ্ধতার অভাবই তাহাদের পতনের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। এই জন্য আমরা বলি—যাহা কিছু আমরা করিব তাহা যেন বুঝিয়া শুনিয়া করি। না বুঝিয়া করিলে তাহাতে হিতে বিপরীত হয়। আর বুঝিয়া করিলে তাহাতে কেহ বোকা ভাবিলেও কিছু যায় আসে না।

আমরা সমবেত হইলাম ধর্মান্ধ ও স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে। যেইহেতু তখন অন্যরা আসে নাই, তাই আমরা দাঁড়াইয়া গেলাম সেই ভিন্নশক্তির বিরুদ্ধে; কিন্তু এখন আমরা কী দেখিতে পাইতেছি? যাহাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন-সংগ্রাম করিলাম, তাহাদের উত্তরসূরিরা ক্ষমতাসীন দলে অনুপ্রবেশ করিয়া আমাদের চোখ রাঙায়। এমনকি তাহাদের হামলা-মামলার কারণে নিজ ঘরে বা এলাকায় টিকিয়া থাকা আজ কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। যাহাদের বিরুদ্ধে আমরা ঐক্যবদ্ধ হইয়াছিলাম, তাহাদের নিকট আমরা কীভাবে পরাজিত হইতে পারি? তাহাদের বাড়াবাড়ির কারণে কোনো কোনো ঐক্যবদ্ধ ছোট ছোট দল এখন বিলুপ্ত প্রায়। তাহা হইলে আমাদের বোধোদয় হইবে কবে? বুর্জোয়াদের অনেক ভালো গুণ রহিয়াছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নে তাহাদের অবদানের কথা অনস্বীকার্য; কিন্তু তাহাদেরও আদর্শ নাই বলিলেই চলে। তাহাদের প্রধান লক্ষ্য থাকে—যেভাবেই হউক অঢেল অর্থসম্পদের মালিক হওয়া। ফলে তাহারা নীতি-আদর্শের মাথা খাইয়া অবলীলায় তাহাদের পক্ষেও চলিয়া যাইতে কার্পণ্যবোধ করেন না, যাহাদের বিরুদ্ধে তাহারা একদা ঐক্যের আহ্বান জানাইয়াছিলেন। আরো বিস্ময়ের ব্যাপার হইল, জোট ক্ষমতায় থাকিলেও স্থানীয় প্রশাসন আবার ঐ বিরুদ্ধশক্তির নির্দেশেই চলে। ইহা কী করিয়া সম্ভব? আমরা ধরিয়া লইলাম—সরকার নিরপেক্ষ রহিয়াছে; কিন্তু সরকারের প্রশাসন কি নিরপেক্ষ রহিয়াছে?

পৃথিবীর এখানে সেখানে ঐক্য হয়; কিন্তু যখন নিজেরাই সেই ঐক্যের বিরুদ্ধে কাজ করেন, তখন সেই ঐক্য পরাজিত হয়। তখন জয়লাভ করে তাহারাই, যাহাদের বিরুদ্ধে একদা ঐক্য স্থাপন করা হইয়াছিল। অতএব, সাধু সাবধান। ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না।

এমন ‘পোটেমকিন’ জোট দিয়ে কি চিনকে বোকা বানানো যাবে?

অস্ট্রেলিয়া, ভারত, জাপান ও যুক্তরাষ্ট্র—ভারতীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের এই চার নেতৃস্থানীয় গণতন্ত্র ২০১৭ সালে যখন দীর্ঘদিন সুপ্ত অবস্থায় থাকা কোয়াডকে পুনরুজ্জীবিত করেছিল, তখন এর উদ্দেশ্য মোটামুটি সবার কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল।

তাদের উদ্দেশ্য ছিল চীনের সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে একটি কৌশলগত প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা এবং একটি স্থিতিশীল আঞ্চলিক ভারসাম্যকে আরও বেশি শক্তিশালী করা।

কিন্তু এই জোট এখন মনে হচ্ছে তাদের অবস্থান থেকে অনেকটাই পিছিয়ে গেছে এবং সেই পিছিয়ে যাওয়ার কারণে একধরনের নিরাপত্তার ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। এই ঝুঁকিকে খাটো করে দেখা আমাদের মোটেও উচিত হবে না।

কোয়াডের পুনরুত্থান মার্কিন পররাষ্ট্রনীতিতে একটি দৃষ্টান্তযোগ্য বাঁকবদলকে প্রতিফলিত করেছিল। আমরা যদি পেছনে তাকাই তাহলে দেখব, যুক্তরাষ্ট্র চীনের সঙ্গে কয়েক দশক ধরে অংশীদার হিসেবে হেঁটেছে। চীনকে অর্থনৈতিকভাবে উঠে আসতেও ওয়াশিংটন সহায়তা করেছে।

অবশেষে ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকান উভয় শিবিরের নেতারা প্রায় অভিন্নভাবে উপলব্ধি করেছেন, আমেরিকার বৃহত্তম বাণিজ্য অংশীদার চীন ধীরে ধীরে তার সবচেয়ে বড় কৌশলগত প্রতিপক্ষ হয়ে উঠেছে। তাঁরা মনে করছেন, চীন এখন বৈশ্বিক আধিপত্য বিস্তারি শক্তি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য হুমকি হয়ে উঠছে।

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন যুক্তরাষ্ট্রের ২০২২ সালের জাতীয় নিরাপত্তা কৌশল ঘোষণার সময় বলেছিলেন, আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার খোলনলচে বদলে দেওয়ার বিষয় থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক, কূটনৈতিক, সামরিক এবং প্রযুক্তিগত দিক থেকে চীন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান ও একমাত্র প্রতিযোগী হয়ে উঠেছে।

জাপানের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে একটি ‘স্বাধীন ও উন্মুক্ত ভারতীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল’ প্রতিষ্ঠার যে ধারণা দিয়েছিলেন, তা বাস্তবায়নের জন্য পূর্বসূরি ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতো প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনও কোয়াডকে একটি অপরিহার্য উদ্যোগ হিসেবে দেখেছিলেন।

২০১৯ সাল থেকে কোয়াডের সম্মেলন সদস্যদেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ে সীমাবদ্ধ ছিল। পরে এই জোটের আলোচনাকে প্রেসিডেন্ট বাইডেন রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধান পর্যায়ে তুলে আনেন এবং ২০২১-২০২৩ সালে শীর্ষ নেতাদের সম্মেলন হয়।

এ অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্র যদি তার বিদ্যমান দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সরে না আসে, তাহলে দেশটি চীনকে তাইওয়ানে আক্রমণ করা কিংবা রাশিয়ার সঙ্গে কৌশলগত গাঁটছড়া বাঁধতে বিরত রাখতে ব্যর্থ হতে পারে, ঠিক যেমনটি রাশিয়াকে ইউক্রেন আক্রমণ থেকে বিরত রাখতে তারা ব্যর্থ হয়েছিল।

কোয়াড নেতাদের শেষ সম্মেলনের পর এক বছরের বেশি সময় পার হয়ে গেছে। যুক্তরাষ্ট্র আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দিকে মনোনিবেশ করায় এই জোটের বিষয়ে মার্কিন প্রশাসনের আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না। ২০২৫ সালের আগে কোয়াডের পরবর্তী শীর্ষ সম্মেলন হওয়ার সম্ভাবনাও কম বলে মনে হচ্ছে।

কোয়াডের গা ছাড়া ভাবের কারণ খুবই সোজা। তা হলো, যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রবিষয়ক অগ্রাধিকারে পরিবর্তন এসেছে।

ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার আগ্রাসন যুদ্ধকে পশ্চিমারা তাদের বিরুদ্ধে হাইব্রিড যুদ্ধ হিসেবে দেখছে। আর মধ্যপ্রাচ্যে নতুন করে শুরু হওয়া সংঘাতের কথা না বললেও চলে।

এসব দিকে মনোযোগ দেওয়ার কারণে এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে নিজেদের কৌশল বাস্তবায়নে মার্কিন প্রচেষ্টা মার খাচ্ছে।

অবাক করার মতো বিষয় হলো, যুক্তরাষ্ট্র তার সর্বশেষ বৈদেশিক সহায়তা প্যাকেজের আওতায় ইউক্রেনকে ৬ হাজার ৮০ কোটি ডলার দিলেও চীনের নজরে পড়া তাইওয়ানসহ সমগ্র ভারতীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের নিরাপত্তার জন্য তারা মাত্র ৮১০ কোটি ডলার দিয়েছে।

ভারতীয়-প্রশান্ত মহাসাগরের নিরাপত্তা ইস্যুতে এই ধরনের সীমিত ব্যয় করে বাইডেন আশা করছেন, তিনি চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের সঙ্গে ব্যক্তিগত কূটনীতির জোরেই চীনের তাইওয়ানবিরোধী যুদ্ধ ঠেকিয়ে দিতে পারবেন।

গত মাসে সি চিন পিংয়ের সঙ্গে বাইডেনের টেলিফোনে কথা হয়েছে। সে কথোপকথনে তিনি তাইওয়ান প্রণালিজুড়ে শান্তি বজায় রাখার গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছিলেন বলে সংবাদমাধ্যমে খবর এসেছে।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, বাইডেন বিশ্বাস করেন, চীনের প্রতি যুক্তরাষ্ট্র অধিকতর সমঝোতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি রেখে এগোলে সেটি বড় পরিসরের চীন-রাশিয়ান জোটের উত্থানকে ঠেকিয়ে দিতে পারবে।

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সাম্প্রতিক বেইজিং সফর চীন ও রাশিয়ার মধ্যকার ‘সীমাহীন অংশীদারির’ সম্পর্ককে আরও চাঙা করেছে। এটি ভারতীয়-প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে বড় ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করার জন্য যথেষ্ট।

পশ্চিমারা রাশিয়ার ওপর অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করার পর মস্কো কিছুটা নিস্তেজ হয়ে পড়লেও চীন ইতিমধ্যে রাশিয়াকে অর্থনৈতিকভাবে চাঙা করে তুলেছে। বিনিময়ে রাশিয়া চীনকে সস্তায় জ্বালানি দিচ্ছে। পাশাপাশি বিমান প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ও সামরিক হামলার বিষয়ে আগেভাগে সতর্ক করে দেওয়ার ব্যবস্থাসহ কিছু উন্নত সামরিক প্রযুক্তি রাশিয়া চীনকে দিয়েছে।

ফলে এটি নিশ্চিত করে বলা যায়, ক্রেমলিনের যুদ্ধযন্ত্রকে চীনের সরাসরি সমর্থন জুগিয়ে যাওয়া এবং রাশিয়ার সঙ্গে চীনের পূর্ণ সামরিক জোট গঠন আমেরিকার জন্য সবচেয়ে খারাপ ভূরাজনৈতিক দুঃস্বপ্ন বয়ে আনবে।

এখন বাইডেনের জন্য বড় সমস্যা হলো, একই সঙ্গে চীনকে সন্তুষ্ট করতে যাওয়া এবং কোয়াডকে (যাকে চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই ‘ন্যাটোর ইন্দো-প্যাসিফিক সংস্করণ’ বলে নিন্দা করেছেন) শক্তিশালী করা; কারণ এই দুটি বিষয় মৌলিকভাবে বেমানান ও পরস্পরবিরোধী।

এটি কাকতালীয় ঘটনা না-ও হতে পারে যে গত নভেম্বরে ক্যালিফোর্নিয়ায় সি চিন পিংয়ের সঙ্গে বাইডেনের বৈঠক এবং তারপর বাইডেন প্রশাসনের একাধিক মন্ত্রীকে বেইজিং সফরে পাঠানোর পর এখন পর্যন্ত কোয়াড নেতারা নিজেদের মধ্যে কোনো আলোচনায় বসেননি।

অস্ট্রেলিয়া, জাপান এবং ফিলিপাইনের সঙ্গে আগে থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিপক্ষীয় প্রতিরক্ষা চুক্তি আছে। হয়তো সে কারণেই বাইডেন কোয়াডের মতো কম উসকানিমূলক উদ্যোগ থেকে তাঁর নজর সরিয়ে নিয়েছেন।

কিন্তু কথা হচ্ছে, ভারতকে বাইরে রেখে চীনবিরোধী জোট গড়ে কী ফায়দা পাওয়া যাবে?

আদতে ভারতই এই শতাব্দীর একমাত্র শক্তি যে কিনা পিপলস লিবারেশন আর্মির সঙ্গে টক্কর দিচ্ছে। বিতর্কিত হিমালয় সীমান্তে চীন চোরাগোপ্তা কায়দায় ভারতের ভূখণ্ডে ঢুকে পড়ার পর যে উত্তেজনাপূর্ণ সামরিক অচলাবস্থা শুরু হয়েছিল, তা পঞ্চম বছরে পড়েছে।

এর বাইরে ভারত মহাসাগরে নেতৃস্থানীয় সামুদ্রিক শক্তি হিসেবে ভারত সক্রিয় রয়েছে। সে কারণে অবশ্যই দক্ষিণ চীন সাগর থেকে চীনের পশ্চিমমুখী নৌ অগ্রযাত্রা ঠেকাতে ভারতকে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

যুক্তরাষ্ট্র ‘অকাস’-এর মাধ্যমে অস্ট্রেলিয়া এবং যুক্তরাজ্যের সঙ্গে তার নিরাপত্তা অংশীদারির কথাও বলে আসছে। কিন্তু ভারতীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের নিরাপত্তায় অস্ট্রেলিয়া ততক্ষণ পর্যন্ত অর্থপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে না, যতক্ষণ না দেশটি পারমাণবিক শক্তি চালিত সাবমেরিনে সজ্জিত না হতে পারছে। আর আগামী এক দশকে অস্ট্রেলিয়ার হাতে এই সাবমেরিন পৌঁছাবে বলে মনে হয় না।

লক্ষ করলে দেখা যাবে, এখন পর্যন্ত চীনের প্রতি বাইডেনের নমনীয় আচরণে ইতিবাচক ফল মিলেছে সামান্যই। তার বিপরীতে প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং সম্প্রতি তাইওয়ানের ওপর বলপ্রয়োগের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং দক্ষিণ চীন সাগরে চীনের উসকানি বেড়েই চলেছে।

এ অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্র যদি তার বিদ্যমান দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সরে না আসে, তাহলে দেশটি চীনকে তাইওয়ানে আক্রমণ করা কিংবা রাশিয়ার সঙ্গে কৌশলগত গাঁটছড়া বাঁধতে বিরত রাখতে ব্যর্থ হতে পারে, ঠিক যেমনটি রাশিয়াকে ইউক্রেন আক্রমণ থেকে বিরত রাখতে তারা ব্যর্থ হয়েছিল।

ফলে এ কথা বলা যায়, ভারতীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে নিরাপত্তা বজায় রাখতে স্পষ্ট কৌশলগত মিশনভিত্তিক একটি শক্তিশালী কোয়াডের কোনো বিকল্প নেই। একটি সুসংহত আঞ্চলিক কৌশল গড়ে তোলার বিষয়ে গড়িমসি করলে তা চীনা সম্প্রসারণবাদকে আরও সক্ষম ও শক্তিশালী করবে।

ফলে বাইডেন ও তাঁর সহযোগী কোয়াড নেতাদের অবশ্যই এই মিশনকে সংজ্ঞায়িত করার জন্য কাজ করতে হবে এবং বছরের পর বছর ধরে গড়ে তোলা কৌশল অনুসরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকতে হবে। অন্যথায় কোয়াড একধরনের ‘পোটেমকিন’ (বাহ্যিক মুখোশ লাগানো পরিস্থিতি বিশেষ যা দেখে লোকেরা বিশ্বাস করে, পরিস্থিতি ভালো আছে, তবে প্রকৃত অবস্থা তা নয়। ১৭৮৭ সালে রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় ক্যাথরিন ক্রিমিয়া সফর করার সময় গ্রিগরি পোটেমকিন নামের একজন ফিল্ড মার্শাল সম্রাজ্ঞীকে খুশি করতে একটি নকল গ্রাম বানিয়েছিলেন। সম্রাজ্ঞী চলে যাওয়ার পর সেই গ্রামও সরিয়ে ফেলা হয়। ওই ঘটনার সূত্র ধরে ‘পোটেমকিন’ শব্দটির উদ্ভব হয়েছে।) গোষ্ঠী হওয়ার ঝুঁকিতে পড়বে।

এ অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্র যদি তার বিদ্যমান দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সরে না আসে, তাহলে দেশটি চীনকে তাইওয়ানে আক্রমণ করা কিংবা রাশিয়ার সঙ্গে কৌশলগত গাঁটছড়া বাঁধতে বিরত রাখতে ব্যর্থ হতে পারে, ঠিক যেমনটি রাশিয়াকে ইউক্রেন আক্রমণ থেকে বিরত রাখতে তারা ব্যর্থ হয়েছিল।

সবাইকে বুঝতে হবে, ওপরে ফিটফাট কিন্তু ভেতরে সারশূন্য হয়ে যাওয়া জোট দিয়ে চীনকে বোকা বানানো যাবে না।

ব্রহ্ম চেলানি দিল্লিভিত্তিক গবেষণাপ্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি রিসার্চের স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের ইমেরিটাস অধ্যাপক

অনুবাদ

ফিলিস্তিনের সপক্ষে ইউরোপে ঐকমত্য বাড়ছে

অ্যালিস্টার বার্ট

আয়ারল্যান্ড, নরওয়ে ও স্পেনের ২৮ মে থেকে ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্তটি ইউরোপ জুড়ে আলোচনা-সমালোচনার ঝড় তুলেছে। এই তিনটি রাষ্ট্র সেই সব রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, যারা ইতিমধ্যে ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এই রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে অন্য বিষয়ে মতপার্থক্য থাকলেও ফিলিস্তিনের ব্যাপারে তাদের মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ইউরোপের প্রায় সব দেশই একমত হয়েছে যে, ৭ অক্টোবরের আগের অবস্থায় ফিরে যাওয়া এখন আর সম্ভব নয়। এই মুহূর্তে পশ্চিম তীর, পূর্ব জেরুজালেম ও গাজা সম্পর্কিত সব সমস্যার একটি বাস্তব সমাধানই ফিলিস্তিন ও ইসরায়েলের শান্তি ও নিরাপত্তা অর্জনে সহায়তা করতে পারে।

উভয় দেশের সাধারণ জনগণের সঙ্গে ন্যায়বিচার করতে হলে দ্বিরাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানের পথে হাঁটতে হবে বলেই মনে হচ্ছে।

ইসরায়েলি সরকারের বিবৃতির প্রত্যুত্তরে বলতে গেলে ফিলিস্তিনকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের কারণ হামাসের প্রতি সহানুভূতি নয়, বরং ইসরায়েল বর্তমানে ফিলিস্তিনের সাধারণ জনগণের ওপর যে নির্বিচারে হামলা চালাচ্ছে, তার প্রতিবাদস্বরূপ ইউরোপিয়ান দেশগুলো ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা চায়। চলমান সংঘাতের কারণে কীভাবে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি ও জনগণের দুর্ভোগ বন্ধ করা যায় এবং এই অঞ্চলে কীভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায়, তা নিয়ে এখন বিশ্বের প্রায় প্রতিটা দেশই চিন্তিত।

সমস্ত ফিলিস্তিনিকে ‘সন্ত্রাসী’ হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য ইসরায়েল সরকার যেন দৃঢ় সংকল্প নিয়েছে! ফিলিস্তিনের সাধারণ জনগণকেও সন্ত্রাসী মনে করে তাদের ওপর নির্বিচারে হামলার কারণে ইসরায়েল আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহানুভূতি হারিয়েছে। এরূপ অবস্থায় ফিলিস্তিনকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের অর্থ কোনোভাবেই হামাসের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন নয়। বরং ইসরায়েলের সরকারকে বুঝতে হবে সন্ত্রাস দমনের নামে সাধারণ জনগণ হত্যা বিশ্ব মেনে নেবে না। কারণ বিশ্বের মানুষ সত্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠার পক্ষে।

আয়ারল্যান্ডের নেতৃবৃন্দ ইসরায়েলের ‘শান্তি ও নিরাপত্তায় থাকার অধিকার’ এবং ‘জিম্মিদের নিঃশর্ত মুক্তি’র গুরুত্বের ওপর

পুনরায় জোর দেওয়ার জন্য ইসরায়েলের তথাকথিত ভুল ব্যাখ্যা শুনতে চায় না। আয়ারল্যান্ডের ঘোষণায় এটা স্পষ্টভাবে বলা আছে। তারা একটা শান্তি চুক্তির মাধ্যমে উভয় দেশের মানুষের জন্য শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কাজ করতে চাইছে। তারা এমন কোনো পক্ষের সঙ্গে থাকতে চায় না, যাদের আলোচনায় বসার কোনো আগ্রহ নেই। ইসরায়েলের বর্তমান কর্মকাণ্ড দেখে মনে হচ্ছে, তারা আলোচনার চেয়ে যুদ্ধকেই বেশি প্রাধান্য দিচ্ছে, যা ইতিমধ্যে বিশ্বের জনগণ বুঝতে শুরু করেছে।

নরওয়ে তার বিবৃতিতে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে তারা শান্তির পক্ষে এবং এই মুহূর্তে ফিলিস্তিনের স্বীকৃতি দ্বিরাষ্ট্রীয় সমাধানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আয়ারল্যান্ড ও নরওয়ে যদি সত্যিই দ্বিরাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানের দিকে এগোতে চায়, তাহলে তাদের বক্তব্য নিঃসন্দেহে যুক্তিযুক্ত। নরওয়ের প্রধানমন্ত্রী জোনাস স্টোর বলেছেন যে, একটি স্বাধীন ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র ‘মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি অর্জনের পূর্বশর্ত।’ তিনি আরো বলেন, ফিলিস্তিনের ভূখণ্ড থেকে বিতাড়িত জনসাধারণের সমর্থনের অন্যতম উপায় হচ্ছে তাদের ভূখণ্ডকে স্বাধীন হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা।

যদিও ইউরোপের অন্যান্য দেশ নরওয়ের এই বিবৃতির সঙ্গে একমত পোষণ করে না। যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও জার্মানি বিশ্বাস করে যে, ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি একটি বড় সিদ্ধান্ত, এবং তারা এই মুহূর্তে এমন কিছু করতে চায় না, যা ভবিষ্যতে তাদের জন্য চ্যালেঞ্জিং হয়ে দাঁড়াতে পারে। কয়েক দিন আগে যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরুন তার এক বক্তৃতায় এই কথা উল্লেখ করেন। তিনি মনে করেন মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ফিলিস্তিনের স্বীকৃতির প্রয়োজন নেই।

ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ চলমান সংঘাতের অবসান ঘটাতে সক্ষম নয়, তবে তারা আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে শান্তি অর্জনের উদ্দেশ্যে কাজ করতে পারে। তাদের উচিত এমন সব দেশের সহযোগিতা কামনা করা, যারা বাস্তবেই তাদের পক্ষে কাজ করতে ইচ্ছুক। বর্তমান পরিস্থিতিতে ইসরায়েলের কর্মকাণ্ড অনুযায়ী বলা যায়, অন্যান্য ইউরোপিয়ান রাষ্ট্রগুলোও ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেওয়ার পথে হাঁটবে।

যুক্তরাজ্য এই বিষয়ে ফিলিস্তিনকে সহযোগিতা করতে আগ্রহী, বিশেষ করে ফ্রান্স এবং জার্মানির সঙ্গে, কিন্তু ৪ জুলাই যুক্তরাজ্যের নির্বাচনের ঘোষণা বিষয়টিকে জটিল করে তুলেছে। প্রথমত, নির্বাচনি প্রচারণার সময় বৈদেশিক নীতি অটল থাকে না বিশেষ করে এমন দেশের পক্ষে, যার সঙ্গে যুক্তরাজ্যের ঐতিহাসিক সম্পর্ক নেই। দ্বিতীয়ত, নির্বাচনের পর সরকার পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে, আর যদি সত্যি সরকার পরিবর্তন হয়, তাহলে পরবর্তী সময়ে রক্ষণশীল সরকারের চাইতে নতুন সরকারের ওপর ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য বেশি চাপ থাকবে। লেবার পার্টি ইতিমধ্যে ফিলিস্তিনের পক্ষে নির্বাচনি প্রচারণা চালাচ্ছে। ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের সংঘাত নিয়ে কনজারভেটিভ পার্টি ও লেবার পার্টির অবস্থান ভিন্ন। আসন্ন নির্বাচনের ফলাফলের ওপর নির্ভর করছে যুক্তরাজ্য আসলেই ফিলিস্তিনের স্বীকৃতি প্রদানের পথে হাঁটবে কি না। এই মুহূর্তে এ বিষয়ে নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়।

লেবার পার্টি ক্ষমতায় এলে জনগণের পক্ষ থেকে তাদের ওপর ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য চাপ আসার সম্ভাবনা অনেক বেশি। অবশ্য ইউরোপের বেশির ভাগ দেশের জনগণই ফিলিস্তিনের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। সময় যত গড়াচ্ছে, ফ্রান্স ও জার্মানির সরকারের ওপরও চাপ বাড়ছে। এ অবস্থায় গাজা যুদ্ধের কারণে চলমান বিপর্যয় থেকে বেরিয়ে আসার স্বার্থে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে অবশ্যই আলোচনার মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দিতে হবে। অবশ্য তার আগে ইসরায়েল ও ফিলিস্তিন উভয় দেশের নেতৃবৃন্দকে আলোচনার টেবিলে বসার জন্য এগিয়ে আসতে হবে। এ ব্যাপারে তাদের আগ্রহ প্রকাশ করতে হবে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সদিচ্ছা ছাড়া শুধু জনগণের বিক্ষোভের মাধ্যমে যুদ্ধ বন্ধ করা সম্ভব নয়।

লেখক : যুক্তরাজ্যের প্রাক্তন সংসদ সদস্য, যিনি পররাষ্ট্র ও কমনওয়েলথে দুই বার মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন

প্রথম নজর

দুর্যোগ রুখতে সক্রিয় হাওড়ার ব্লক প্রশাসন

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: রবিবার রিমাল ঝড়ের তাণ্ডবে উলুবেড়িয়া, বাগনান, শ্যামপুর ব্লকের কয়েকটি অঞ্চল এলাকায় বড় বড় গাছ উপড়ে পড়ে। আর প্রশাসনের দ্রুত তৎপরতায় গাছের ডালপালা পরিস্কার করার পাশাপাশি সবরকম সাহায্য করতে তৎপর হতে ব্লক প্রশাসনের কর্তাদের। প্রসঙ্গত, রবিবার রাতে বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের উপকূলে আছড়ে পড়ে প্রবল ঘূর্ণিঝড় রিমাল। সাগরদ্বীপ এবং খেপুপাড়ার মধ্যবর্তী অংশে বাংলাদেশের মোংলার কাছ থেকে ঝড় স্থলভাগে প্রবেশ করে। প্রায় চার ঘণ্টা ধরে চলে 'ল্যান্ডফল' প্রক্রিয়া। ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে উপকূলবর্তী এলাকায়। কলকাতার পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলাতেও ঝড়ের তাণ্ডব চলে। ঘূর্ণিঝড় চলে গেলেও তার প্রভাবে সোমবার সকাল থেকেই বৃষ্টি হচ্ছে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায়। কোথাও কোথাও ভারী বৃষ্টি, তো কোথাও আবার মাঝারি। একইসঙ্গে বইছে ঝোড়ো হাওয়া। রাত ১১টা থেকে ১টা পর্যন্ত ঘূর্ণিঝড় রিমালের ল্যান্ডফলের কারণে দিকে দিকে উপরে গিয়েছে বড় বড় গাছ।উলুবেড়িয়া-১নং ব্লকের কালীনগর,হীরাপুর অঞ্চলের একাধিক জায়গায় রাস্তায় গাছ উপড়ে পড়ার ঘটনা ঘটে। ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে দ্রুত উপড়ানো গাছ সরিয়ে যানচলাচল স্বাভাবিক করা হয়। উলুবেড়িয়া-১নং ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এইচ এম রিয়াজুল হক জানান,"রিমাল দুর্যোগ মোকাবিলায় আমরা ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে তৎপর ছিলাম। গতকাল হীরাপুর হাইস্কুলে নিরাপদ আশ্রয়ে ৩৫০ জনের মতো মানুষজনকে রাখা হয়। আমাদের ব্লকের অধীনে কয়েকটি গাছ উপড়ে পড়ে। এছাড়াও হীরাপুর অঞ্চলের কাঁটাখালি এলাকায় একটি মাটির বাড়ির চাল উড়ে যায়,এবং বাড়ির কিছু অংশ ভেঙে পড়ে। আমরা খবর পাওয়া মাত্রই দ্রুত ওই এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে প্রশাসনিক ভাবে সহযোগিতা করা হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে। সোমবার সকালের পর বিকেলের দিকেও প্রশাসনিক ভাবে হীরাপুর অঞ্চলের একাধিক এলাকা পরিদর্শন করা হয়। যেখানে বিডিও ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ব্লকের অফিসার সন্দীপ বসাক,নাজির হোসেন মিদ্দে সহ হীরাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান উত্তম মাইতি প্রমুখ। অন্যদিকে শ্যামপুর-১নং ব্লকের একাধিক জায়গা মিলিয়ে প্রায় ২০-২৫টির মতো বড় বড় গাছ উপড়ে পড়ে বলে জানান ওই ব্লকের বিডিও তন্ময় কার্যী। শ্যামপুরের পাশাপাশি বাগনান-১নং ব্লকের বিডিও মানস কুমার গিরি জানান, ঝড় মোকাবিলায় আমরা সর্বদাই প্রস্তুত ছিলাম। ব্লকের বাকসিহাট ও কল্যাণপুর অঞ্চল এলাকার মানুষদের নিয়ে আমরা চিন্তিত ছিলাম তবে ঝড়ের প্রভাবে কোন দাগ কাটতে পারেনি এলাকায়।

সুশান্ত দাসের একক চিত্র প্রদর্শনী শহরে

দিলীপ মজুমদার ● কলকাতা

আপনজন: চারুবাসনার সুনয়নী আর্ট গ্যালারিতে (৩৮৮বি, প্রিন্স আনওয়ার শাহ রোড) ১৬ মে থেকে শুরু হয়েছে সুশান্ত দাসের একক চিত্র প্রদর্শনী--'সাগা অব নেচার'। চিত্রশিল্পে প্রথাগত শিক্ষা না থাকলেও সুশান্ত বরাবর চিত্রপ্রেমী। এর আগে তিনি বিভিন্ন নামকরা চিত্রশিল্পীর প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে। সে সব করতে করতে তিনি অত্যন্ত নীরবে এঁকে চলেছেন ছবি। সে সব ছবির একমাত্র বিষয় প্রকৃতি। শিল্পী সুশান্ত প্রকৃতিকে প্রাণময় মনে করেন।
তাঁর ছবিগুলিতে নানাভাবে সেই প্রাণময়তা দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। এই প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে মোট ৬৫টি ছবি। চিত্রপ্রেমী মানুষজনের সঙ্গে এই প্রদর্শনী দেখতে এসেছেন সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায় , সমীর আইচ , অঞ্জনা গুহ ঠাকুরতা , শমিতা বসু, প্রসেনজিৎ মুখার্জী , বিনোদ ভরদ্বাজ, যোগেন চৌধুরীর মতো বিশিষ্ট শিল্পীরা। যোগেন চৌধুরী বলেছেন, 'সুশান্তের ছবি দেখে খুব আনন্দ পেলাম। সুন্দর প্রকৃতির ভাষা, অনুচ্চারিত বাণী। যা বোঝার ক্ষমতা সবার থাকে না । সেই সব না-বলা বাণী তার ছবিতে উচ্চারিত হয়েছে। ' মানুষের সহজাত বন্ধু প্রকৃতিকে নিয়ে সুশান্তের এই নিমগ্নতা দর্শককে আবিষ্ট করবে বলেই আমাদের মনে হয়। সুশান্ত বিনীতভাবে বলেছেন , 'শিল্পের প্রকাশ বলতে যা বোঝায়, তা আমার কাছে প্রয়াস মাত্র। কেননা কোন কোন ক্ষেত্রে যুদ্ধটা অমীমাংসিত অধবা অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। যে ভেবেছি তা প্রকাশ পায়নি। যা প্রকাশ পেয়েছে , তা হবতো ভেবে দেখি নি কদাচিৎ। আর সেখানেই আমার চর্চা ও প্রয়াস। প্রথাগত শিল্পশিক্ষা বলতে যা বোঝায় তা আমার নেই। যা অনুভব করেছি তাকেই প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছি। বাকিটুকু সুধী দর্শকদের অনুভূতির উদ্দেশ্যে নিবেদন করলাম। এটা আমার প্রথম একক প্রদর্শনী। সংশোধনের সুযোগ প্রার্থনীয়।'

আপনজন: সপ্তস্বরা আয়োজিত রবীন্দ্রনাথের গান, সমবেত সঙ্গীত অনুষ্ঠিত হল ইন্দু মতি সভাগৃহে। পরিচালনা করেন প্রখ্যাত রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী সুব্রত সেনগুপ্ত।

ঘূর্ণিঝড়ে রাজ্যে ৬২ টি বিদ্যুৎ সাবস্টেশনের ক্ষতি হলেও রাতভর বিদ্যুৎ দফতর তৎপর ছিল: বিদ্যুৎ মন্ত্রী অরূপ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করার ক্ষমতা কারোর নেই। তা সত্যি আমি প্রথমেই অভিনন্দন জানাব আমাদের বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মী এবং আধিকারিকদের। বিশেষ করে কর্মীদের তারা জীবন হাতে নিয়ে রবিবার রাতে ওই দুর্যোগের মধ্যে দিয়ে কাজ শুরু করেছিল এবং আজ বিকেল তিনটে পর্যন্ত রিপোর্ট আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে।
ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডব শেষে রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস সোমবার সন্ধ্যায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই মন্তব্য করেন। তিনি বলেন,রাজ্য সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তরফ থেকে বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মীদের অভিনন্দন জানান হচ্ছে। ঝড়ে টোটাল সাবস্টেশন এফেক্টেড হয়েছিল ৬২টি।
সাবস্টেশন কিভাবে এফেক্টেড হয়? এই বিষয়ে রাজ্যের মন্ত্রী জানান, হাই টেনশন যে লাইন তার ওপর যদি গাছ পড়ে যায় তাহলেই এই সাবস্টেশনগুলি বন্ধ হয়ে যায়। সেকারনেই ৬২ টা সাবস্টেশন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দুপুর ৩ টে পর্যন্ত ৪৯ টা সাবস্টেশন রিস্টোর করা হয়েছে। বিদ্যুতের পোল ড্যামেজ হয়েছে ২,৩৫০ টি। তার মধ্যে এইচটি ৯৫৬ ও এলটি ১৩৯৪টি। গাছ পড়ে গিয়েছিল লাইনের উপরে ৪২৩৯টি। তার মধ্যে এইচটি ১৮০৫, এলটি ২৪৩৪টি। কন্ডাক্টর স্ন্যাপিং ৩৮০ কেএম ইনসুলেটর ড্যামেজ হয় ৫৪০০টি। ট্রান্সফরমার ড্যামেজ হয় ১৪০টি। এবিকেবিল ড্যামেজ হয় ৭০কেএম । জল জমার কারণে যে সমস্ত এলাকায় কাজ করতে দেরি হচ্ছে , সেই এলাকাগুলি হল সরবেড়িয়া, জেলিয়াখালী, হিঙ্গলগঞ্জ (উত্তর ২৪ পরগনা) । অতিরিক্ত হাওয়ার জন্য যে সমস্ত এলাকায় কাজ করতে দেরি হচ্ছে সেই এলাকাগুলি হল গোবরডাঙ্গা, সেরাপোল, হারোয়া,, ঠাকুরনগর, গাইঘাটা (উত্তর ২৪ পরগনা), নবদ্বীপ থেকে শ্রীরামপুর, পূর্ব বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ।
এলটি পোল ভেঙে পড়েছিল, তবে রিস্টোর হয়ে গেছে ৩ টি জায়গাতে (বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, বোসপুকুর)।
এলটি ওভারহেড মেইনলাইনের ভাঙ্গন, তবে রিস্টোর হয়ে গেছে ৪৯ টি জায়গায়। সংশ্লিষ্ট জায়গা গুলি হল (পূর্বাচল মেন রোড, চক গড়িয়া, নয়াবাদ, বনমালী নস্কর রোড, গোপাল মিশ্র রোড, ঠাকুরপুকুর, ঈশান ঘোষ রোড, আন্দুল রোড, মহেশতলা, পানিহাটি, এমবি রোড, গোরোক্ষবাসি, লিলুয়া, দক্ষিণ বক্সারা, পঞ্চান্ন গ্রাম।
ওভারহেড নেটওয়ার্কে গাছ পড়ে গেছে, তবে রিস্টোর হয়ে গেছে যে জায়গাগুলিতে সেই জায়গা গুলি হল পূর্ণচন্দ্র মিত্র লেন, গার্ডেনরিচ, এজেসি বোস রোড (বড়িশা/ঠাকুর পুকুর), যশোর রোড, লেকটাউন, এ কে মুখার্জি রোড, পি কে গুহ রোড, নেতাজি কলোনি, তিলজলা, বিরাটি, শ্রীরামপুর শশীভূষণ রোড, ভদ্রকালী, শিবপুর, হাওড়া দালাল পুকুর, পূজালী, বজ বজ, আশুতি।
এলটি পোল ভেঙে পড়েছিল, তবে রিস্টোর হয়নি কাজ চলছে ৮ টি জায়গাতে। সংশ্লিষ্ট জায়গাগুলি হল- (বাজে শিবপুর, সাঁকরাইল, সিঁথি, বনহুগলি, বদরা, গোপাল মিশ্র রোড, সিপিসি হসপিটাল ।
এলটি ওভারহেড মেইনলাইনের ভাঙ্গন, তবে রিস্টোর হয়নি কাজ চলছে ২১ টি জায়গায়। সংশ্লিষ্ট জায়গা গুলি হল- (পূর্বাচল মেইন রোড, শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোড, অজয় নগর, চারুচন্দ্র প্লেস, খানপুর, পূজালি, আশুতি, লেকটাউন, খালিশাকোটাপল্লী, মানিকতলা মেন রোড, বেলঘড়িয়া।
ওভারহেড নেটওয়ার্কে গাছ পড়ে গেছে, তবে রিস্টোর হয়নি কাজ চলছে ৮ টি জায়গায়। সংশ্লিষ্ট রাস্তা গুলি হল-(দুর্গা প্রসন্ন পরমহংস রোড, বাঘাযতীন, মুকুন্দপুর, লেকটাউন, রাজকুমার মুখার্জী রোড, শিবরামপুর, লাক্সারপাড়া)।

রিমালের প্রভাব দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায়ও

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: ঘূর্ণিঝড় রিমালের প্রভাবে পড়েছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা জুড়ে। জেলায় ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টি চলছে। ঘূর্ণিঝড় রিমাল কে কেন্দ্র করে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় কমলা সর্তকতা জারি করা হয়েছে। বালুরঘাট পুরসভার বিভিন্ন এলাকায় গাছ ভেঙে পড়া, ঘরবাড়ি ক্ষয়ক্ষতির খবর সামনে এসেছে। যদিও ঘূর্ণিঝড় রিমালের মোকাবিলায় তৎপর বালুরঘাট পৌরসভা বলে জানিয়েছেন চেয়ারম্যান।
উল্লেখ্য, প্রবল শক্তিতে আছড়ে পড়েছে সাইক্লোন রিমাল। রবিবার রাত এগারোটা নাগাদ বাংলার উপকূলে আছড়ে পড়েছে রিমাল। যার প্রভাব পড়েছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা জুড়ে। জেলার বিস্তীর্ণ এলাকায় দফায় দফায় ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টি চলছে। জেলা সদর শহর বালুরঘাটেও বিভিন্ন জায়গায় গাছ ভেঙে পড়া, জল জমে যাওয়া এবং কিছু কিছু বাড়ির ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঘটনার সামনে এসেছে।
১৭ নম্বর ওয়ার্ডের ডাকাত কালীমন্দির এলাকায় গাছ ভেঙে পড়া, ১১ নম্বর ওয়ার্ডের হরিতলা এলাকায় ইলেকট্রিক তারে গাছের ডাল ভেঙে পড়া, ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের মহন্ত পাড়া এলাকায় গাছ ভেঙে বাড়ি ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার ঘটনার সামনে এসেছে। তবে খবর পাওয়ার পর তৎক্ষণাৎ সেই সমস্ত সমস্যা সমাধান করা হয়েছে পুরসভার তরফে বলেই জানিয়েছেন পুরসভার চেয়ারম্যান। এ বিষয়ে বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক কুমার মিত্র বলেন, 'সরকারিভাবে আমাদের কাছে যখন নির্দেশিকা এসেছিল তখন থেকেই আমরা প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছি। আমরা বিপর্যয় মোকাবেলার টিমকে তৈরি থাকবার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলাম। পাশাপাশি কন্ট্রোল রুমও আমরা খুলেছি।
পাশাপাশি জমা জল বের করে দেবার জন্য পাম্প সেট রেডি রাখার ব্যবস্থা করেছি। আমাদের প্রত্যেকটি কাউন্সিলর তাঁদের ওয়ার্ডের খবর রাখছেন। সবদিক থেকে আমরা প্রস্তুত রয়েছি। যে সমস্ত এলাকা থেকে সমস্যার কথা আমাদের কাছে আসছে, তৎক্ষণাৎ সেই সমস্ত এলাকায় আমাদের বিপর্যয় মোকাবিলা দলের লোকেরা গিয়ে সমস্যার সমাধান করছেন।'

বঙ্গ সংস্কৃতি মঞ্চের নজরুল জন্মজয়ন্তী

আপনজন ডেস্ক: বঙ্গ সংস্কৃতি মঞ্চের উদ্যোগে নজরুল ইসলামের ১২৫ তম জন্মজয়ন্তী পালিত হল গানে , কথায় ও আবৃত্তিতে 'কলাভৃৎ' -এর সভাঘরে।বঙ্গ সংস্কৃতি মঞ্চের বছর জুড়ে বেশ কিছু কর্মসূচির মধ্যে নজরুল স্মরণও একটি বিশেষ অনুষ্ঠান। এ দিন ভীড়ে ঠাসা সভাগৃহে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করে স্বরলিপি শিল্পীগোষ্ঠী । অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট শিল্পীদের মধ্যে সঙ্গীত পরিবেশন করেন সুস্মিতা গোস্বামী, অলোক রায় চৌধুরী, ধৃতি চ্যাটার্জি, পিয়ালী ভট্টাচার্য্য, তানিয়া পাল, নীতা বন্দ্যোপাধ্যায় ,স্বপ্না বসু দত্ত,মহুয়া চৌধুরী প্রমুখ, সুবর্ণা ব্যানার্জী । একক আবৃত্তিতে ছিলেন অদ্বিতীয়া দত্ত বণিক, মিঠু চক্রবর্তী, সুদীপ্তা মুখোপাধ্যায়, সোনালী চক্রবর্তী, রিন সাহা প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন সহকারী পুলিশ কমিশনার নুরুল আবসার, প্রাক্তন ডেপুটি পুলিশ কমিশনার ও বিশিষ্ট কবি বুদ্ধদেব মুখোপাধ্যায়,বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী অনুশীলা বসু , সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রফিকুল হাসান ও বঙ্গ সংস্কৃতি মঞ্চের সম্পাদক ও সাংবাদিক ফিরোজ হোসেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেন সুদীপ্তা মুখোপাধ্যায় ও আবির সেনগুপ্ত ।

ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের ত্রাণ শিবিরে অভিষেক

নকীব উদ্দিন গাজী ● সাতগাছিয়া

আপনজন: সাতগাছিয়া বিধানসভার যায় দুটি ত্রাণ শিবিরে থাকা মানুষদের সঙ্গে কথা বলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্গে ছিলেন নব কুমার বেতাল ব্লক সভাপতি বিষ্ণুপুর ২ নং, সোমাশ্রী বেতাল জেলা পরিষদ কর্মাধ্যক্ষ চন্ডী গ্রাম পঞ্চায়েত চক এনায়েতনগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার প্রায় শতাধিক মানুষ দুটি প্রাণ শিবেরই আশ্রয় নেয়, ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের সঙ্গে কথা বলে । পাশাপাশি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আমতলায় দলীয় কার্যালয়ে বসে দলীয় নেতৃত্বে দের নির্দেশ দেন ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের তালিকা করা এবং যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দলমত নির্বিশেষে তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে ।

রাস্তার উপরে দুই তলা বাড়ি, বাড়ছে দুর্ঘটনা

তানজিমা পারভিন ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: দীর্ঘ আট বছর ধরে জাতীয় সড়কের উপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে দুই তলা বিল্ডিং। নিত্য দিন ঘটছে ছোট বড় দুর্ঘটনা। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ বিল্ডিং টি ভাঙ্গার জন্য একাধিকবার মাপজোক করে গেলেও এখনো পর্যন্ত কোনো উদ্যোগ নিচ্ছেন না। ক্ষোভ এলাকায়। চাঁচল গামী ৩১ নং জাতীয় সড়কের উপরে(পুরনো ৮১ নং জাতীয় সড়ক)তুলসীহাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের রাড়িয়াল গ্রামের নিকটে এই দুই তলা বিল্ডিং টি রয়েছে।
২০১৬-১৭ সালে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ সড়কের দুই ধারে জমি অধিগ্রহণ করেন। সেই সময় ওই বিল্ডিং এর জায়গাটি অধিগ্রহণ করতে ছুটে যায় বলে জানান মালদহ ডিভিশনের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার দিগন্ত কুন্ডু। বিল্ডিং মালিক আরব আলি বলেন,'আমি মালদহ ভূমি অধিগ্রহণ বিভাগ,জেলা শাসক ও সমহর্তার করণে একাধিকবার গিয়ে জমিটি অধিগ্রহণ করার জন্য আবেদন করেছি। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ জমিটি অধিগ্রহণ করার জন্য আশ্বাস দিলেও এখনো পর্যন্ত অধিগ্রহণ করেননি। কোনো নোটিশ দেইনি। কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার জন্য এত বছর ধরে বিল্ডিংটি রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং নিত্য দিন দুর্ঘটনা ঘটছে। বিল্ডিংটি তে গাড়ির ধাক্কা লেগে হামেশাই দুর্ঘটনা ঘটছে। তাই বিল্ডিংটি ছাড়তে বাধ্য হয়েছি।
'স্থানীয় বাসিন্দা,সানজুল আলম ও আলতাব আলিরা বলেন,'এই বিল্ডিংটির জন্য প্রতিদিন দুর্ঘটনা ঘটছে। রাতের অন্ধকারে বাইক চালকেরা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সরাসরি বিল্ডিং এ ধাক্কা মেরে দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছে। 'গাড়ি চালক মহম্মদ নুরুদ্দিন বলেন,'জাতীয় সড়কে কার্যত প্রাণ হাতে চালচল করতে হচ্ছে। এই বিল্ডিং টি চৌ-রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকার কারণে সড়কটি সংকীর্ণ হয়ে গেছে। একপাশের গাড়ি চালক অন্য পাশের গাড়ি দেখতে পাচ্ছে না। ফলে মুখোমুখি সংঘর্ষে দুর্ঘটনা ঘটছে।
অপরদিকে এই বিল্ডিং এর কাছে বিশাল আকারে গর্ত থাকার কারণে দুর্ঘটনার সংখ্যা আরো বাড়ছে।' যা এই অংশের পথ-নিরাপত্তা নিয়েই প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। অনেকেই এর জন্য জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের 'উদাসীনতাকে' দায়ী করেছেন। মালদহ ডিভিশন জাতীয় সড়কের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার দিগন্ত কুন্ডু বলেন,'ওই জমিটি অধিগ্রহণ করার প্রক্রিয়া চলছে। ভোটের ফলাফলের পরেই জমিটি অধিগ্রহণ করে জাতীয় সড়কের কাজটি করা হবে। '

মিশনের ছাত্র ছাত্রীদের ফলাফল প্রকাশ ও অভিভাবক সভার আয়োজন

মুহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘী

আপনজন: উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘী ব্লকের দোমোহনা জি. ডি. মডেল মিশনে ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ ও অভিভাবক সভার আয়োজন করা হয় রবিবার।
জানা গেছে এই সভার মূল উদ্দেশ্য হলো ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাগত উন্নতি সম্পর্কে অভিভাবকদের জানানো এবং তাদের ফলাফলের ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ শিক্ষার জন্য কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ করা।
মিশনের লক্ষ্য শুধু ভালো ফলাফল নয়, বরং তাদের সার্বিক মানোন্নয়ন ও উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাওয়া।
দোমোহনা জি. ডি. মডেল মিশনের প্রধান শিক্ষক আবদুর রাকিব জানান ছাত্র ছাত্রীদের পরীক্ষার ফলাফল ইতিমধ্যে প্রস্তুত করা হয়েছে এবং আমরা খুবই গর্বিত যে, আমাদের ছাত্রছাত্রীরা অত্যন্ত সফলভাবে পরীক্ষা সম্পন্ন করেছে। আমরা এখন একে একে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ফলাফল ঘোষণা করা হয় এবং তাদের সাফল্য উদযাপন করা হয়। ফলাফল প্রকাশের পরে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর অভিভাবকের সাথে ব্যক্তিগতভাবে আলোচনা করব। এই আলোচনা থেকে আমরা তাদের শক্তি ও দুর্বলতা নির্ধারণ করে ভবিষ্যতে তাদের আরও উন্নতির জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারব।
দোমোহনা জি. ডি. মডেল মিশনের কর্ণধার হাজিকুল ইসলাম জানান আমাদের স্কুল সর্বদা ছাত্রছাত্রীদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ভবিষ্যতে আরও ভালো ফলাফল এবং শিক্ষাগত মানোন্নয়নের জন্য আমরা নতুন নতুন শিক্ষাকৌশল ও উদ্যোগ গ্রহণ করব। আপনাদের পরামর্শ ও সহযোগিতা আমাদের এই লক্ষ্য অর্জনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা সবাইকে ধন্যবাদ জানাতে চাই এই সভায় উপস্থিত থাকার জন্য। আমরা আশা করি, আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমাদের ছাত্রছাত্রীরা তাদের সর্বোচ্চ সম্ভাবনা অর্জন করবে এবং এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাবে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ঘূর্ণিঝড়ে উড়ে গেল বাড়ির টিনের চাল

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নদিয়ায় প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে উড়ে গেল গৃহস্থ বাড়ির টিনের চাল। পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন পৌরসভার চেয়ারম্যান।রবিবার মধ্যরাত থেকে শক্তি বাড়িয়ে আঁচড়ে পড়ে ঘূর্ণিঝড় রিমাল। যার প্রভাব পড়তে দেখা গেল রাজ্যের বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি নদীয়াতেও। এবার প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে মধ্যরাতে উড়ে গেল বসতবাড়ির টিনের চাল, অল্পের জন্য বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেল পরিবারের শিশুসহ অন্যান্য সদস্যরা। সোমবার ঘটনার খবর পেতেই বসতবাড়িতে ত্রাণ সহ ত্রিপল নিয়ে ছুটে আসেন পৌরসভার চেয়ারম্যান। শান্তিপুর পৌরসভার ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের রামনগর চরের। বাড়ির গৃহবধূ অলকা মাহাতো বলেন, গতকাল মধ্যরাতে শিশুসহ চার জন শুয়েছিলেন একই বিছানায়। হঠাৎই প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে উড়ে যায় টিনের চাল,আর চালের একটি অংশ বিছানার উপর এসে পড়ে। তবে অল্পের জন্য প্রাণ রক্ষা হয় সবার।

ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে আত্মহত্যা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● শিলিগুড়ি

আপনজন: গলায় গামছা দিয়ে আত্মহত্যা করল এক যুবক। ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য গোটা এলাকায়।এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অন্তর্গত ফাঁসিদেওয়া ব্লকের করণগঞ্জ এলাকায় ২৫ বছরের মুকেশ রায় নামে ঐ যুবক আত্মহত্যা করে। সকালে যখন তার বাড়ির লোকজন ডাকাডাকি করে তার কোন সারাশব্দ না পেলে দরজা ভেঙে তার ঘরে ঢুকতেই দেখতে পান ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে মুকেশ। এরপরেই খবর দেওয়া হয় ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশকে। পুলিশ গিয়ে দেহ উদ্ধার করে ফাঁসিদেওয়া গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। তবে কি কারণে সেই যুবক আত্মহত্যার পথ বেছে নিল তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে পরিবারের লোকজনদের মধ্যে।তবে জানা যায় তার মোবাইল ফোনের সমস্ত কিছু রিস্টোর মেরে রেখেছিল সে। অন্যদিকে আত্মহত্যার ৯ ঘন্টা আগে সেই যুবক ফেসবুকে একটি পোস্ট করেছিল, সেই পোস্ট ঘিরে রীতিমতো প্রশ্নর দানা বাধছে বন্ধুবান্ধব থেকে পরিবারের লোকজনদের মধ্যে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ।

রিমাল প্রভাবে বেড়েছে সাপের উপদ্রব

কুতুব উদ্দিন মোল্লা ● ক্যানিং

আপনজন: রিমালের প্রভাবে সাপের উপদ্রব বেড়ে গিয়েছে। রিমালের দাপটে প্রবল বর্ষনে মাঠে ঘাটে জল জমে গিয়েছে। আশ্রয় হারা হয়েছে সাপ। ফলে আশ্রয়ের সন্ধানে উঁচু জায়গায় চলে আসছে এই সরীসৃপ প্রাণী। যার ফলে ঘটছে দুর্ঘটনা। ইতিমধ্যে সোমবার ধামুয়ার এক গৃহবধু ও চম্পাহাটীর পশ্চিম গাড়ালের কালিদাস পাইক নামে এক ব্যক্তি সাপের কামড়ে আক্রান্ত হয়ে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। তাঁদের চিকিৎসা চলছে।

সুপার লিগ নিয়ে ফিফা ও উয়েফা ‘ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে’: স্পেনের আদালত

আপনজন ডেস্ক: ইউরোপিয়ান সুপার লিগের বিরোধিতা করে ফিফা ও উয়েফা ‘ক্ষমতার অপব্যবহার’ এবং ‘মুক্ত প্রতিযোগিতা প্রতিরোধ’ করেছে বলে আজ রায় দিয়েছেন স্পেনের আদালত। এই রায়ের মধ্য দিয়ে স্পেনের আদালত ইউরোপের সর্বোচ্চ আদালত ‘ইউরোপিয়ান কোর্ট অব জাস্টিস’ (ইসিজে)-এর রায়ের সঙ্গেই সুর মেলাল।
ইউরোপের সর্বোচ্চ আদালত এর আগে সুপার লিগ নিয়ে ফিফা এবং উয়েফাকে ‘প্রতিদ্বন্দ্বিতাবিরোধী আচরণ বন্ধ করা’র নির্দেশ দিয়েছিলেন।
স্পেনের আদালত বলেছেন, ফিফা ও উয়েফা খেলাধুলার মুক্ত প্রতিযোগিতায় ‘অনৈতিক এবং অসামঞ্জস্য বিধিনিষেধ’ আরোপ করেছে। ইউরোপিয়ান সুপার লিগের পক্ষে থাকা প্রতিনিধিদের মামলার পরিপ্রেক্ষিতে এই রায় দিয়েছেন স্পেনের আদালত।
স্পেনের দুই ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদ ও বার্সেলোনা এখনো সুপার লিগ আয়োজনের পক্ষে। ইউরোপের অন্য বড় ক্লাবগুলো এ ব্যাপারে তাঁদের সঙ্গ ত্যাগ করেছে।
মাদ্রিদভিত্তিক স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি এ২২ এই মামলার বাদীপক্ষ। মোট ৮০টি ক্লাব নিয়ে তিন স্তরের ইউরোপিয়ান সুপার লিগ আয়োজনের ব্যাপারে মাদ্রিদের বাণিজ্যিক আদালতে মামলা ঠুকেছে এ২২ স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট। গত বছর ডিসেম্বরে ইউরোপিয়ান কোর্ট অব জাস্টিস (ইসিজে) রায়ে বলেছিলেন, সুপার লিগ নিষিদ্ধ করা ইউরোপিয়ান আইনের পরিপন্থী। ইসিজে জানতে পারে, নতুন কোনো প্রতিযোগিতার অনুমোদন দেওয়া কিংবা না দেওয়ার ব্যাপারে ইউরোপিয়ান ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা উয়েফার নির্দিষ্ট কোনো নীতিমালা নেই।
স্প্যানিশ আদালতের বিচারক সোফিয়া গিল গার্সিয়ার দেওয়া আজকের রায় দেখেছে বার্তা সংস্থা এএফপি। রায়ে বিচারক বলেছেন, ‘ভবিষ্যতের কোনো প্রকল্পের ব্যাপারে আদর্শিকভাবে নিষেধাজ্ঞা কিংবা বিধিনিষেধ দেওয়া সম্ভব নয়। এর উল্টো কিছু করা মানে যেকোনো ফুটবল প্রকল্পের ওপর আসা নিষেধাজ্ঞাকে মেনে নেওয়া।’
ইউরোপের যে ২৬টি দেশ গত ফেব্রুয়ারিতে সুপার লিগের বিরুদ্ধে যৌথভাবে সই করে অবস্থান নিয়েছিল, স্পেন সেখানে ছিল না।
স্প্যানিশ ফুটবলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, তারা ‘মুক্ত প্রতিযোগিতা’য় বিশ্বাসী।
২০২১ সালে রিয়াল মাদ্রিদ, বার্সেলোনাসহ ইউরোপের মোট ১২টি বড় ক্লাব সুপার লিগ আয়োজনের পরিকল্পনা প্রথম জানিয়েছিল। কিন্তু ফিফা ও উয়েফার হুমকির পাশাপাশি ইংল্যান্ডের ক্লাবগুলোর সমর্থকদের তুমুল বিরোধিতার মুখে প্রকল্পটি ভেঙে পড়ে। কিন্তু ফিফা ও উয়েফাকে নিয়ে ইসিজের একটি রায়ের পর পরিকল্পনাটি আবার নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ইসিজের রায়ে বলা হয়, দুই পক্ষ ফিফা ও উয়েফার ক্ষমতা ‘এমন কোনো অনুমিতির ওপর ভর করে চর্চা করা হয় না, যা নিশ্চিত করবে তারা স্বচ্ছ, বৈষম্যহীন এবং সুষম।’ উয়েফাও এরপর নিজেদের খামতি সংশোধন করে নেয়। ২০২২ সালের জুনে নিজেদের নিয়মনীতি পরিমার্জনা করে সংস্থাটি। ইসিজের রায়ের পর উয়েফার পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, ‘এই রায়ের অর্থ এই নয় যে তথাকথিত সুপার লিগ অনুমোদন পেয়েছে।’
লা লিগা সভাপতি হাভিয়ের তেবাসও সুপার লিগের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে বলেছিলেন, ‘এই রায়ই চূড়ান্ত নয়। কিংবা (এই রায়) আলাদা করে নতুন কিছু যোগও করতে পারবে না।’

চার্লসের রেকর্ড ইনিংস, ওয়েস্ট ইন্ডিজের রেকর্ড জয়

আপনজন ডেস্ক: আগের রেকর্ডটি ছিল তাঁরই, একই প্রতিপক্ষের সঙ্গে। জনসন চার্লস সেটিই গড়লেন নতুন করে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে কিংস্টনে সিরিজের তৃতীয় ও শেষ টি-টোয়েন্টিতে ক্যারিবীয় ব্যাটসম্যান খেলেছেন ২৬ বলে ৬৯ রানের রেকর্ড ইনিংস। আর তাতে প্রোটিয়াদের দেওয়া ১৬৩ রানের লক্ষ্য ওয়েস্ট ইন্ডিজ পেরিয়ে গেছে ৩৭ বল ও ৮ উইকেট বাকি রেখে–যেটিও রেকর্ড ব্যবধান। এ জয়ে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৩ ম্যাচ সিরিজে ধবলধোলাই করে বিশ্বকাপের প্রস্তুতিটাও বেশ ভালোভাবে সেরেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।
স্যাবাইনা পার্কে টসে জিতে ব্যাটিং নেওয়া দক্ষিণ আফ্রিকার টপ অর্ডার সুবিধা করতে পারেনি মোটেও। নবম ওভারে ৫০ রান তুলতেই ৪ উইকেট হারিয়ে ফেলে তারা। মিডল অর্ডারে ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক রেসি ফন ডার ডুসেনের ৩১ বলে ৫১ ও উইয়ান মাল্ডারের ২৮ বলে ৩৬ রানের ইনিংসে মোটামুটি একটা সংগ্রহ পায় দক্ষিণ আফ্রিকা। জেসন হোল্ডারের জায়গায় বিশ্বকাপ দলে সুযোগ পাওয়া বাঁহাতি পেসার ওবেদ ম্যাকয় নেন ৩ উইকেট। পেসার শামার জোসেফ ও বাঁহাতি স্পিনার গুড়াকেশ মোতি নেন ২টি করে, ৩ ম্যাচ মিলিয়ে ৮ উইকেট পাওয়া মোতি পরে হয়েছেন সিরিজ-সেরাও।
এমন স্কোর নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা যদি লড়াইয়ের আশা করেও থাকে, পাওয়ারপ্লেতেই কার্যত শেষ হয়ে যায় সেটি। প্রথম ৬ ওভারে ৮৩ রান তোলে ব্র্যান্ডন কিং ও চার্লসের ওপেনিং জুটি। পাওয়ারপ্লেতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের এর চেয়ে বেশি রানের স্কোর আছে আর মাত্র ৫টি। কিং ও চার্লসের জুটি ভাঙে ৯২ রানে, সেটিও চার্লসের উইকেটে। ২৬ বলে ৯ চার ও ৫ ছক্কায় খেলা ৬৯ রানের ইনিংসে চার্লসের স্ট্রাইক রেট ২৬৫.৩৮। কমপক্ষে ৫০ রানের ইনিংসে আর কোনো ওয়েস্ট ইন্ডিজ ব্যাটসম্যানের এর চেয়ে বেশি স্ট্রাইক রেট নেই এখন আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে। আগের রেকর্ডটিও ছিল চার্লসের। গত বছর সেঞ্চুরিয়নে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষেই ৪৬ বলে ১১৮ রানের ইনিংস খেলেছিলেন তিনি, সেবার স্ট্রাইক রেট ছিল ২৫৬.৫২। কাইল মায়ার্স ও অ্যালিক অ্যাথানাজের অবিচ্ছিন্ন ১৮ বলে ৩৫ রানের তৃতীয় উইকেট জুটিতে এরপর দ্রুতই জয় নিশ্চিত করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ইনিংসে ৩৭টি বল বাকি ছিল, দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে এর আগে কখনোই এতগুলো বল বাকি রেখে জেতেনি ক্যারিবীয়রা।
এ সিরিজে দুই দলেরই অধিনায়কসহ শীর্ষ সারির বেশ কয়েকজন ছিলেন না আইপিএলে ব্যস্ত থাকায়। এরপরও এমন জয়ে স্বাভাবিকভাবেই খুশি রোভম্যান পাওয়েলের জায়গায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের অধিনায়কত্ব করা কিং, ‘গুরুত্বপূর্ণ জয়। বিশ্বকাপের আগে শেষ সিরিজ। ফলে প্রস্তুতি ও ভালো একটা মোমেন্টাম নিয়ে যেতে পারছি বিশ্বকাপে। আমাদের বোলিং পারফরম্যান্স বেশ ভালো ছিল, ধারাবাহিক ছিলাম। মোতি এবং অন্যরা অবদান রেখেছে। আমাদের মূল খেলোয়াড়দের অনেকেই নেই, (এরপরও এমন জয়) অনেক কিছুই বলে। বিশ্বকাপে অন্যদের সঙ্গে নামতে তর সইছে না।’
ঠিক বিপরীত সুর ফন ডার ডুসেনের কণ্ঠে। এইডেন মার্করামের জায়গায় দক্ষিণ আফ্রিকার দায়িত্ব সামলানো এই ব্যাটসম্যান বলেছেন, ‘কথা বলার পালা শেষ, আমাদের আরও অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের এসে দায়িত্ব নিতে হবে। অজুহাত দেওয়ার কিছু নেই। তারা ব্যাটিংয়ে যেভাবে খেলেছে আর বোলিংয়েও যেমন ভালো ছিল, তাতে আসলে আমরা ভড়কে গেছি। আমরা একটা শিক্ষাই পেয়েছি।’

সংক্ষিপ্ত স্কোর

দক্ষিণ আফ্রিকা: ২০ ওভারে ১৬৩/৭ (ফন ডার ডুসেন ৫১, মুল্ডার ৩৬, ডি কক ১৯; ম্যাকয় ৩/৩৯, মোতি ২/২১, জোসেফ ২/২৬)
ওয়েস্ট ইন্ডিজ: ১৩.৫ ওভারে ১৬৫/২ (চার্লস ৬৯, কিং ৪৪, মায়ার্স ৩৬*; পিটার ১/২৭, কোয়েৎজি ১/৩৭)
ফল: ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৮ উইকেটে জয়ী
সিরিজ: ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৩-০-তে জয়ী
ম্যান অব দ্য ম্যাচ: জনসন চার্লস (ওয়েস্ট ইন্ডিজ)
ম্যান অব দ্য সিরিজ: গুড়াকেশ মোতি (ওয়েস্ট ইন্ডিজ)

প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার জন্য ১১ জনই হচ্ছে না অস্ট্রেলিয়া দলের

আপনজন ডেস্ক: আইপিএল থেকে আগেভাগেই খেলোয়াড়দের ফিরিয়ে নিয়েছিল ইংল্যান্ড। টি-টোয়েন্টির বিশ্বকাপের আগে জশ বাটলারদের খেলানো হচ্ছে পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজে। তবে অস্ট্রেলিয়ার কোনো সিরিজ নেই, প্যাট কামিন্সদেরও তাই ডাকা হয়নি। আর সেটির প্রভাব–বিশ্বকাপের প্রথম আনুষ্ঠানিক প্রস্তুতি ম্যাচের জন্য ১১ জনের দলই পাচ্ছে না অস্ট্রেলিয়া। এরই মধ্যে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি নিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজে পৌঁছে গেছে অস্ট্রেলিয়া। ১৫ সদস্যের দলের ৬ জনই এখনো দলের বাইরে। বাকি যে ৯ জন খেলার অবস্থায় আছেন, তাঁদের মধ্যে অধিনায়ক মিচেল মার্শ ব্যাটিং করলেও বোলিং করতে পারবেন না। বুধবার প্রথম ওয়ার্মআপ ম্যাচে নামিবিয়ার বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়াকে হয়তো সাপোর্ট স্টাফদেরই খেলায় নামিয়ে দিতে হবে।
এবারের আইপিএল শেষ হয়েছে রোববার। ফাইনালে কলকাতা দলে ছিলেন মিচেল স্টার্ক, হায়দরাবাদে প্যাট কামিন্স ও ট্রাভিস হেড। প্রায় আড়াই মাস ধরে অস্ট্রেলিয়ার বাইরে থাকায় তাঁদের তিনজনকেই দেশে সময় কাটানোর জন্য সংক্ষিপ্ত ছুটি দেওয়া হয়েছে। একই ছুটি পেয়েছেন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর গ্লেন ম্যাক্সওয়েল ও ক্যামেরন গ্রিন এবং লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসের মার্কাস স্টয়নিসও।
এই ছয়জনকে সংক্ষিপ্ত ছুটি দেওয়ার বিষয়ে অধিনায়ক মার্শ ক্রিকেটডটকম ডটএইউকে বলেন, ‘ওরা আইপিএলে ছিল। গত কিছুদিনের মধ্যে বেশ কিছু ম্যাচ খেলেছে। যে কারণে দেশে কয়েকটা দিন পরিবারের সঙ্গে কাটানোর জন্য, ক্লান্তি কাটিয়ে ওঠার জন্য তাদের ছুটি দেওয়া হয়েছে। শেষ পর্যন্ত আমরা ১৫ জনকেই পাব, তবে ওদের বিশ্রাম দেওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, সেটা মাত্র কয়েক দিন হলেও।’
৬ জন খেলোয়াড় না থাকায় অস্ট্রেলিয়াকে ওয়ার্মআপ ম্যাচের দল সাজাতে হবে কোচিং স্টাফের সদস্যদের নিয়ে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সাপোর্ট স্টাফ হিসেবে দলের সঙ্গে আছেন সাবেক উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান ব্রাড হজ, প্রধান কোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড, প্রধান নির্বাচক জর্জ বেইলি, এবং সহকারী কোচ আন্দ্রে বোরোভিচরা। তাঁদের সবাই অস্ট্রেলিয়ান হওয়ায় আইসিসির অফিশিয়াল ওয়ার্মআপ ম্যাচে খেলতে পারবেন। ড্যানিয়েল ভেট্টোরি অস্ট্রেলিয়া দলের সহকারী কোচ হলেও খেলার সুযোগ নেই। কারণ, তিনি অস্ট্রেলিয়ান নন।
গত এপ্রিলে চোটে না পড়লে অধিনায়ক মার্শও হয়তো শেষ পর্যন্ত আইপিএলে থেকে যেতেন। দিল্লি ক্যাপিটালসে খেলার সময় পাওয়া হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট থেকে তিনি এখনো পুরোপুরি সেরে ওঠেননি। তবে প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপে নেতৃত্ব দিতে যাওয়া এই অলরাউন্ডার বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচ খেলার ব্যাপারে আশাবাদী, ‘আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হওয়ার শেষ ক্ষণ গুনছি। সবকিছু ঠিকঠাকভাবে চলছে। উন্নতিটা কিছুটা ধীর, তবে টুর্নামেন্টে ঠিকঠাকমতো খেলার অপেক্ষায় আছি আমি।’
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে থাকা কয়েকটি দল অফিশিয়াল ওয়ার্মআপ ম্যাচের সুযোগ কাজে লাগাচ্ছে না। তবে অ্যাডাম জাম্পা, জশ ইংলিস, জশ হ্যাজলউড, অ্যাস্টন অ্যাগার আর ম্যাথু ওয়েডদের সর্বোচ্চ প্রস্তুতির সুযোগ দিতে অস্ট্রেলিয়া তা এড়িয়ে যায়নি। নামিবিয়ার বাইরে অস্ট্রেলিয়ার অপর ওয়ার্মআপ ম্যাচের প্রতিপক্ষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ।
এবারের বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার অভিযান শুরু হবে ৬ জুন ওমানের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে। ‘বি’ গ্রুপে তাদের অপর তিন প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ড, নামিবিয়া ও স্কটল্যান্ড।

নামে ‘মেন্টর’, কাজে যখন গম্ভীরই কলকাতা নাইট রাইডার্সের সব

আপনজন ডেস্ক: আইপিএলে তৃতীয়বারের মতো শিরোপা জেতার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটা গ্রাফিকস পোস্ট করেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স।
ক্যাপশনে লেখা হয়েছে, ‘দ্য টিম বিহাইন্ড দ্য টিম’। মানে পর্দার আড়ালে যে দলটা কাজ করেছে–কোচ ও সাপোর্ট স্টাফের সেই সদস্যদের ছবি দিয়ে বানানো সেই গ্রাফিকস। তাতে সবচেয়ে বড় ছবিটা গৌতম গম্ভীরের। তাঁর পেছনে ডান পাশে কলকাতার প্রধান কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত, বাঁয়ে সহকারী কোচ অভিষেক নায়ার।
কাগজে-কলমে গম্ভীরের পদবি–তিনি কলকাতার মেন্টর বা পরামর্শক। তবে মৌসুমজুড়েই বারবার সামনে এসেছেন তিনি। গতকালের ফাইনালের পরও খেলোয়াড়েরা কৃতিত্ব দিচ্ছেন তাঁকেই। তাতে প্রধান কোচও আড়ালে চলে যাচ্ছেন বারবার। ‘মেন্টর’ ভূমিকাটাই যেন বদলে দিয়েছেন কলকাতাকে এর আগে দুবার চ্যাম্পিয়ন বানানো অধিনায়ক।
ফাইনালে ৩ উইকেট নেওয়া আন্দ্রে রাসেল যেমন বলেছেন, ‘জিজি (গৌতম গম্ভীর) শুধু মেন্টর ছিল না, সে প্রতিটি বিভাগেই আমাদের নেতা ছিল। আমার মনে হয়, আমাদের সাফল্যের চাবিকাঠি সেটিই। সে নিশ্চিত করেছে, যাতে প্রত্যেক ব্যাটার ও বোলার তাদের ভূমিকা পালন করে। জিজি যেকোনো দলেই দুর্দান্ত একজন।’
গত দুই মৌসুম লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসে একই ভূমিকায় ছিলেন গম্ভীর। এবার তিনি ফেরেন কলকাতায়। রাসেলের মতে, অনেক কিছুই বদলে গেছে তাতে, ‘আমরা যা চেয়েছি, সাপোর্ট স্টাফ সব সময়ই তা দিয়েছে। নিশ্চিত করেছে, যাতে আমরা সন্তুষ্ট হয়ে নেট ছাড়ি। সবাই চ্যাম্পিয়নশিপের পথে বড় ভূমিকা রেখেছে। জিজি ফিরে এসেছে, আইপিএল জিতেছে, দারুণ একটা সাপোর্ট স্টাফ–আপনার এর চেয়ে বেশি আর কী চাই!’
এর আগে কলকাতাকে নেতৃত্ব দেওয়া নিতীশ রানা বলছেন, গম্ভীর তাঁদের আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছিলেন মৌসুমের শুরুর আগেই। তিনি বলেছেন, ‘গৌতম গম্ভীর যখন আমাদের মেন্টর হিসেবে সই করলেন, আমি হোয়াটসঅ্যাপে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিলাম। লম্বা একটা মেসেজ লিখেছিলাম। আমাকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন। কিন্তু এটাও বলেছিলেন, যখন ট্রফিটা মঞ্চে উঁচিয়ে ধরব, সেদিনই তিনি সবচেয়ে খুশি হবেন। আজ সেই দিন, আর আমি ওই মেসেজ চিরদিন মনে রাখব।’
টুর্নামেন্টে মাত্র তিনটি ম্যাচ হেরেছে কলকাতা, আইপিএলে কোনো দলের এক মৌসুমে যা যৌথভাবে সবচেয়ে কম ম্যাচ হারের রেকর্ড। মৌসুমে দলটির অন্যতম শক্তি ছিলেন সুনীল নারাইন। ব্যাটিংয়ে ১৮০.৭৪ স্ট্রাইক রেটে ৪৮৮ রান করার পাশাপাশি বোলিংয়ে ১৭ উইকেট নিয়ে টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড়ও হয়েছেন এই ক্যারিবীয়।
এমন পারফরম্যান্সের পর নারাইনও কৃতিত্ব দিয়েছেন গম্ভীরকে, ‘নেমে শুধু নিজেকে মেলে ধরার যে ভূমিকা, দলকে উড়ন্ত সূচনা এনে দেওয়ার চেষ্টা করা–এগুলোই মূল ব্যাপার। সাপোর্ট স্টাফের সহায়তা, বিশেষ করে জিজি (গম্ভীর) শুধু বলেছে, “গিয়ে উপভোগ করো, দলকে শুধু কয়েকটা ম্যাচ জেতানোর চেষ্টা করো। পুরো মৌসুমে এমন কিছু করতে বলছি, শুধু কয়েকটা ম্যাচে করতে বলছি।” পরামর্শটা ভালো ছিল।’
গম্ভীরের কথা বলেছেন স্পিনার বরুণ চক্রবর্তীও, ‘আমরা মৌসুমের শুরুতে পাঞ্জাব কিংসের কাছে হেরেছিলাম। গৌতম এরপর আমাদের বলেছিল, “এই হারই আমাদের ফাইনালে জেতাবে।” এখন সেটিই হলো।’
সব মিলিয়ে কলকাতায় গম্ভীরের এবার পথচলা কিছুটা ‘ফিরলাম, দেখলাম, জয় করলাম’-এর মতো ব্যাপার। তবে পরের মৌসুমেও গম্ভীরকে দলটি পাবে কি না, প্রশ্ন সেটিই। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শেষে রাহুল দ্রাবিড় চলে যাওয়ার পর ভারতের পরবর্তী সম্ভাব্য প্রধান কোচ হিসেবে আসছে গম্ভীরের নাম। অবশ্য গম্ভীরকে রেখে দিতে সব রকম চেষ্টাই করা হবে মালিক শাহরুখ খানের পক্ষ থেকে–এমন সংবাদও এসেছে আগেই।

আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হয়ে কত টাকা পেল কেকেআর?

আপনজন ডেস্ক: শেষ হল দুই মাসের আইপিএল-লড়াই। একপেশে ফাইনালে সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে ৮ উইকেটে উড়িয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স (কেকেআর)। এটি কেকেআরের তৃতীয় শিরোপা। ট্রফি সংখ্যায় চেন্নাই ও মুম্বাইয়ের পর আইপিএলের সফল দল এখন কলকাতাই।
চেন্নাইয়ের এম চিদাম্বরম স্টেডিয়ামে কলকাতা-হায়দরাবাদ লড়াই শুধু একটা ট্রফিরই ছিল না, ছিল বেশ ভালো পরিমাণের একটি প্রাইজমানি হাতে তোলার লড়াইও। চ্যাম্পিয়ন কলকাতা, রানার্সআপ হায়দরাবাদের পাশাপাশি প্লে-অফে খেলা রাজস্থান রয়্যালস ও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুও ভালো পরিমাণের অর্থই পেয়েছে।
ভারতের সংবাদমাধ্যম হিন্দুস্থান টাইমস বলছে, এ বছর আইপিএলে অংশ নেওয়া ১০ দলের জন্য মোট অংশগ্রহণ ফি বরাদ্দ ছিল সাড়ে ৪৬ কোটি টাকা। এই অর্থ দলগুলোকে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে তাদের পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে। ফাইনালে হায়দরাবাদকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়া কলকাতা নাইট রাইডার্স পেয়েছে ২০ কোটি টাকা।
২০১৬ সালের পর আরেকটি ট্রফির অপেক্ষায় থাকা হায়দরাবাদ এবার রানার্সআপ হিসেবে পেয়েছে সাড়ে ১২ কোটি টাকা। এ ছাড়া প্লে-অফে খেলা রাজস্থান রয়্যালস ৭ কোটি (তৃতীয় হওয়ায়) এবং বেঙ্গালুরু সাড়ে ছয় কোটি টাকা পেয়েছে।

একজন এমবাপ্পে সমান পিএসজির পুরো স্কোয়াড, বললেন এনরিকে

আপনজন ডেস্ক: ফ্রেঞ্চ লিগ আঁ, সুপার কাপ ও ফ্রেঞ্চ কাপ–তিনটি শিরোপায় রাঙানো পিএসজিতে কিলিয়ান এমবাপ্পের শেষ মৌসুম। প্যারিস ছেড়ে যাওয়ার ঘোষণা ফরাসি তারকা আগেই দিয়ে রেখেছিলেন। গত পরশু প্যারিসের দল পিএসজির হয়ে শেষ ম্যাচটিও খেলে ফেলেছেন এমবাপ্পে। তাঁর বিদায়ী ম্যাচে ফ্রেঞ্চ কাপের ফাইনালে অলিম্পিক লিওঁকে হারিয়ে শিরোপা জিতেছে পিএসজি।
কিন্তু ম্যাচ শেষে আলোচনা পিএসজির তিন শিরোপা বা মৌসুমটা কেমন কাটল, তা নিয়ে হয়নি। ম্যাচ শেষে আলোচনার কেন্দ্রে ছিল এমবাপ্পের বিদায় এবং তাঁর বিকল্প হিসেবে কাকে নিয়ে আসবে পিএসজি। সেই আলোচনায় পিএসজির স্প্যানিশ কোচ এনরিকে যা বলেছেন, সেটার অর্থ দাঁড়ায় একটাই–এমবাপ্পের কোনো বিকল্প হয় না, কোনো একজন-দুজনের মধ্যে তাঁর বিকল্প এনরিকে খুঁজবেনও না।
তাহলে? পিএসজি কি ভবিষ্যতে কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে? এনরিকে সে রকম কিছুও বলেননি। এমবাপ্পের বিকল্প নিয়ে তাঁর ভাবনাটা এ রকম–
‘কিলিয়ানকে কোচিং করাতে পেরে আমি ভাগ্যবান। কিন্তু তাঁর জন্য কঠিন এক মৌসুমই কেটেছে। কারণ, সাত বছর কাটিয়ে এবং এখানে সে যা কিছু অর্জন করেছে, এরপর বিদায় বলাটা সব সময়ই কঠিন।’
এমবাপ্পের প্রশংসা পর্ব শেষ করার পরই মূল কথাটা বলেছেন এনরিকে, ‘সে আলাদা এক খেলোয়াড়। অন্য কোনো খেলোয়াড়কেই আমরা তার বিকল্প বানাতে পারব না। চার, পাঁচ, ছয়জন খেলোয়াড় কেনা...আমরা যত সম্ভব কিনতে পারি। কিন্তু এমবাপ্পের বিকল্প হবে (পিএসজির) পুরো দল।’
লিগ আঁ বা ফ্রান্সের ঘরোয়া ফুটবলে পিএসজি অনেক আগে থেকেই প্রাধান্য বিস্তার করে যাচ্ছে। ক্লাবটির সমর্থক থেকে শুরু করে মালিকপক্ষ–সবার এখন একটাই চাওয়া; একটি চ্যাম্পিয়নস লিগ শিরোপা। এমবাপ্পে চলে যাওয়ার পর সেই আশা কি আর পূরণ হবে পিএসজির!

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**